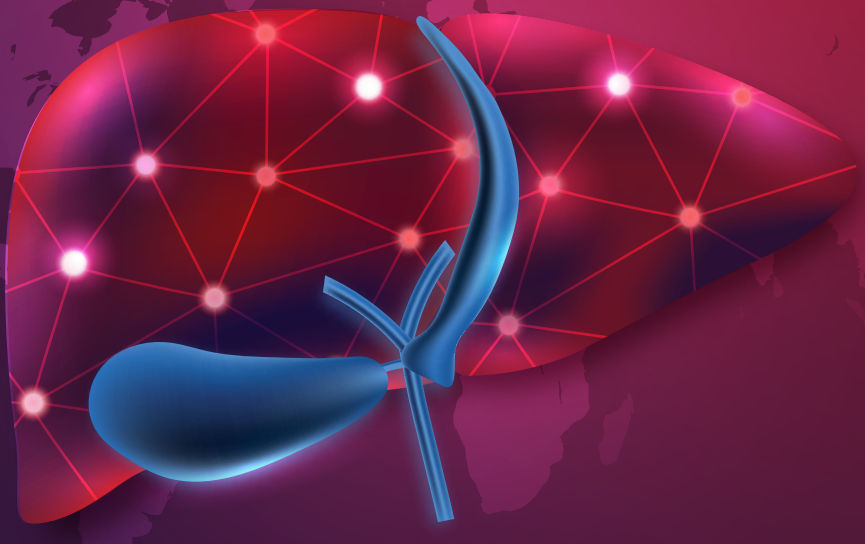
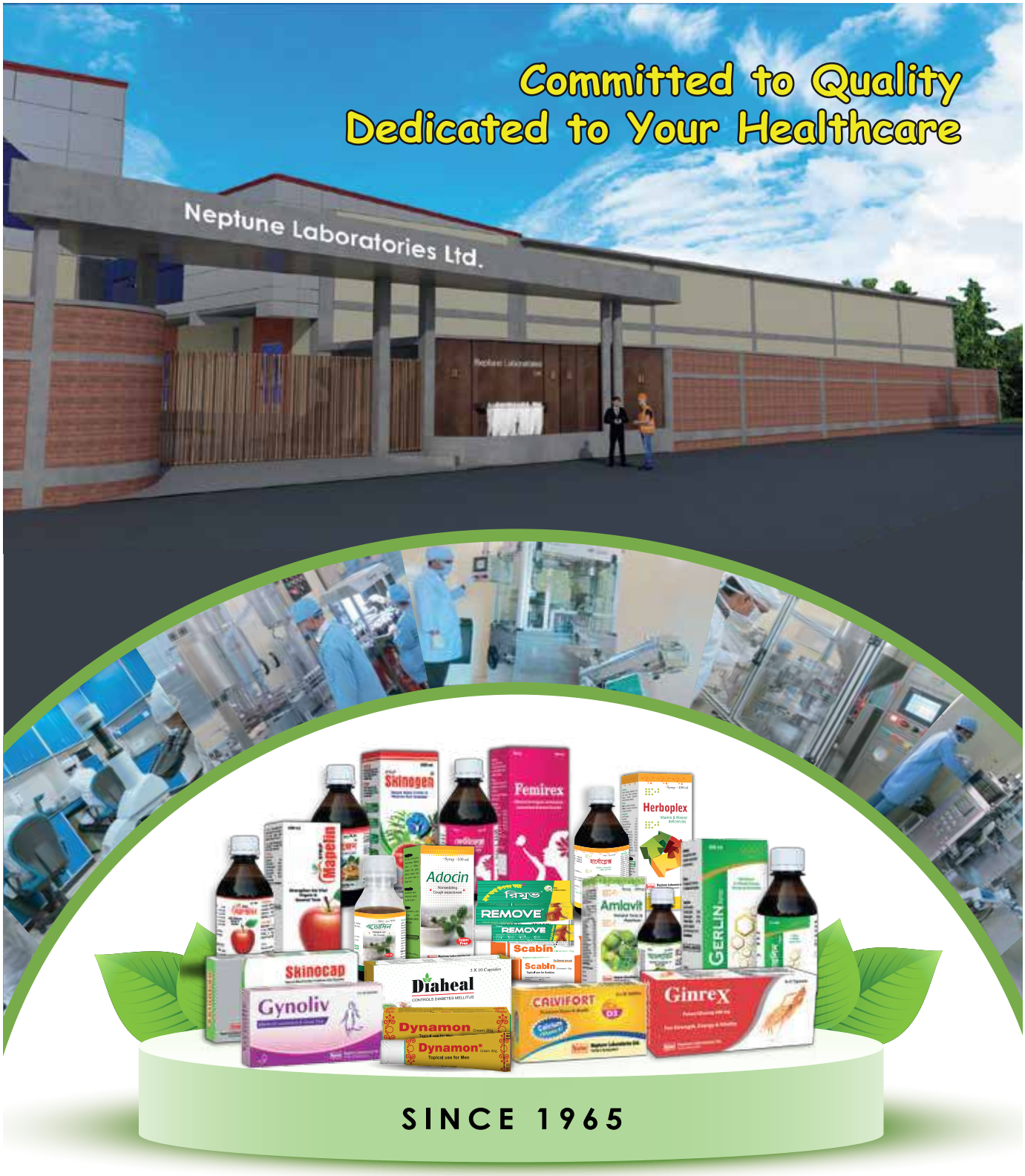
ত্রৈমাসিক
ইউনানী বার্তা
রেজি: নং-৬৫ ■ বর্ষ-০৪ ■ সংখ্যা-১৮ ■ মে-জুন-জুলাই ২০২৬



WORLD HEPATITIS DAY 2026

28 JULY



Neptune Laboratories Ltd.

Manufacturer of quality Unani Medicine with Modern Technology

www.neptune.com.bd



Herbal

- Tablet
- Capsule
- Ointment/Cream
- Sachet
- Syrup

Unani

- Tablet
- Syrup
- Capsule
- Ointment/Cream
- Oil
- Sachet

World Class Facility



IBN HAISAM, one of the largest & most reputed natural medicine manufacturer in Bangladesh.

IBN HAISAM Laboratories Ltd
IBN HAISAM Herbal & Nutraceuticals.

Head Office :
284, Baro Moghbazar (1st Floor) Dhaka-1217
Phone : +88-02-222221187
Cell : 01711-818098, 01841-991111
E-mail : ibnhaisam2016@gmail.com
Website : www.ibnhaisam.com

Factory :
2250/A, Uttarkhan Primary School Road,
Uttarkhan, Dhaka-1230. Bangladesh.

NATURE IS OUR BEST FRIEND

Sugar Free



Liquid
AZMATONE®
Sharbat Tulsi

Syrup
GASTO-4®
Dasanga Kwath



Sugar Free



Liquid
Fevarol
Jayson®
Amritarista

Liquid
PECTORAL®
Sharbat Arzani

Sugar Free





Syrup
Carotone®
Sharbat Misali Plus

Liquid
Reovit®
Balarista

Sugar Free



Sugar Free



Liquid
HEPA-10®
Sharbat Chylosin

Syrup
SAFEX®
Sharbat Musaffi



Jayson Natural Products Ltd.

Manufacturer of Unani & Ayurvedic Medicines

Member of **JAYSON** Group

Noulapara, Bhabanipur, Gazipur Sadar, Gazipur

JNP-00/26

DEPOT CONTACT NUMBER

BARISHAL DEPOT MOBILE : 01713 080 489	**CHATTOGRAM DEPOT** MOBILE : 01713 080 499	**DHAKA DEPOT** MOBILE : 01713 065 251	**GAZIPUR DEPOT** MOBILE : 01713 080 490	**NARAYANGONJ DEPOT** MOBILE : 01713 065 252	**RAJSHAHI DEPOT** MOBILE : 01713 080 494	**SYLHET DEPOT** MOBILE : 01713 080 498
BOGURA DEPOT MOBILE : 01713 080 492	**CUMILLA DEPOT** MOBILE : 01713 080 496	**FARIDPUR DEPOT** MOBILE : 01713 080 486	**KHULNA DEPOT** MOBILE : 01713 080 488	**NOAKHALI DEPOT** MOBILE : 01713 080 497	**RANGPUR DEPOT** MOBILE : 01713 080 493	

ইউনানী বাংলা

Natural Health & Herbal

Products in Bangladesh



★ শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এ্যান্টিবায়োটিক ক্রয়, সেবন বা গ্রহণ করুন।
★ ঔষধ ক্রয়ের সময় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

Manufacturer of Quality Unani Medicine

Crown Laboratories

1352, East Jurain, Dhaka, Bangladesh

E-mail: crownlab1995@gmail.com

ইউনানী বার্তা



Capsule

Decernon

Ubidecarenone USP

Decernon -100 mg
&
Decernon -200 mg



● *Power in Potency* ● *Trust in Purity* ● *Excellence in Quality*

Manufacturer of Quality Unani Medicine

BRONSON
Herbal & Nutraceuticals

BSCIC Industrial Estate, Barishal, Bangladesh
www.bronsonbd.com

শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এ্যান্টিবায়োটিক ক্রয়, সেবন বা গ্রহণ করুন।
ঔষধ ক্রয়ের সময় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ক্রয়, বিক্রন, ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

বাংলাদেশ ইউনানী ঔষধ শিল্প সমিতির মুখপাত্র

ত্রৈমাসিক
ইউনানী বার্তা

রেজি: নং-৬৫ ■ বর্ষ-০৪ ■ সংখ্যা-১৮ ■ মে-জুন-জুলাই ২০২৬

প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক
ড. হাকীম সাঈদ আহমেদ সিদ্দিকী

উপদেষ্টা সম্পাদক
খোদাদাদ আহমেদ
ড. এম এ মান্নান
জনাব এম.এ হায়দার হোসেন
হাকীম মো. আমিরুল ইসলাম
হাকীম মো. আনোয়ারুল ভূইয়া
মো. ফারুক হোসেন

সম্পাদক
মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বাদল

সম্পাদনা পরিষদ
এনাম মল্লিক
মো. হাবিবুর রহমান
মো. মাসুম সরকার
হাকীম মো. আবু ইউসুফ
হাকীম মো. শহিদুল ইসলাম
হাকীম মো. রেজাউল করিম
হাকীম মো. আশরাফুল ইসলাম
মো. ফজলে বারী কবির
ডা. মো. তোফায়েল হোসেন রিপন
মো. সাইফুর রহমান
মো. রফিকুল ইসলাম ফকির
মো. মাহ্‌বুবুল আলম
মো. সাখাওয়াত হোসেন
মো. খলিলুর রহমান
সবিতা রাণী দাস
ডা. মিতাহুল হোসাইন সুইট
ডা. আব্দুর রশিদ
ডা. মো. জানে আলম চৌধুরী
মোহাম্মদ মাহবুবুব আলম
মো. কামাল হোসেন তালুকদার

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সোহাগ হাসান

মুদ্রণে
লিমা প্রিন্টার্স
১৭/৩, সৈয়দ হাসান আলী লেন
বাবু বাজার, ঢাকা-১১০০

সম্পাদকীয়

আধুনিকতার অভিযাত্রায় ইউনানী ওষুধশিল্প

উপমহাদেশের চিকিৎসা ঐতিহ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ ধারা ইউনানী চিকিৎসাবিজ্ঞান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ জীবনযাপনে এ চিকিৎসাপদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের পরিবর্তনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটেছে, ওষুধ উৎপাদনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় ইউনানী চিকিৎসা ও ওষুধশিল্পের সামনে যেমন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশে ইউনানী ওষুধশিল্প একটি সম্ভাবনাময় ঐতিহ্যভিত্তিক শিল্পখাত। অসংখ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিপুলসংখ্যক ভোক্তার ওপর ভিত্তি করে এ খাতের একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনার তুলনায় শিল্পটির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এখনো দৃশ্যমান নয়। গবেষণার সীমাবদ্ধতা, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির অসম ব্যবহার, দক্ষ জনবলের ঘাটতি, কাঁচামালের গুণগত মান নিশ্চিত করার দুর্বলতা এবং নীতিগত সমন্বয়ের অভাব এ শিল্পের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

মনে রাখা দরকার, ঐতিহ্য কোনো শিল্পের ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু আধুনিক যুগে টিকে থাকার নিশ্চয়তা নয়। প্রতিটি ইউনানী ওষুধের কাঁচামালের বিশুদ্ধতা, উপাদানের সঠিক পরিচিতি, উৎপাদনপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা, নিরাপত্তা এবং নির্ভুল সংরক্ষণব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন আধুনিক পরীক্ষাগার, মানসম্মত গবেষণা, ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। একই সঙ্গে অপচিকিৎসা, অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপন ও অবৈজ্ঞানিক রোগমুক্তির দাবি বন্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। কারণ এ শিল্পের সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষের আস্থা।

ইউনানী চিকিৎসাশিক্ষার আধুনিকায়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যক্রমে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক ফার্মাকোলজি, টক্সিকোলজি, গবেষণাপদ্ধতি, মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, বোর্ড, পেশাজীবী সংগঠন ও শিল্পমালিকদের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। বিশ্ববাজারে প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যভিত্তিক চিকিৎসাপণ্যের চাহিদা বাংলাদেশের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করেছে। অথচ পর্যাপ্ত গবেষণা, আন্তর্জাতিক সনদ, মানসম্মত উৎপাদন এবং কার্যকর বিপণন কৌশলের অভাবে আমরা এ সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি না। ঔষধি উদ্ভিদের পরিকল্পিত চাষাবাদ, স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার, গবেষণায় বিনিয়োগ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পনীতি এ ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, ইউনানী চিকিৎসা ও ওষুধশিল্পের ভবিষ্যৎ কেবল অতীতের গৌরবের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং নির্ভরশীল জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণা, নৈতিকতা ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ের ওপর। এ শিল্পকে অবহেলার প্রান্তিক অবস্থান থেকে সম্ভাবনাময় জাতীয় শিল্পখাতে উন্নীত করতে এখনই প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও সম্মিলিত উদ্যোগ। 'ইউনানী বার্তা' মনে করে, ঐতিহ্যকে ধারণ করে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকায়নের পথেই ইউনানী শিল্পের মুক্তি, মর্যাদা ও সমৃদ্ধি নিহিত। সময় এসেছে সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংবাদ পরিক্রমা	০৬
ঋণ মওকুফ: একটি কৃষিবান্ধব সিদ্ধান্ত	০৭-০৮
The Advantage of Prophetic Medicine in Community Health Care	০৯
কয়েকটি সুন্নাহ ও উহাদের বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা	১০-১২
Doctrine of Signature	১৩-১৪
কালোমেঘ: প্রকৃতির এক মহৌষধ ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়	১৬
পেটের যত সমস্যা	১৭-১৮
মাতৃ দুধের ভূমিকা	২১-২২
সায়লানুর রেহেম/শ্বেতপ্রদর/লিউকোরিয়া	২৫-২৬
আকন্দের ঔষধি গুণাগুণ	২৮
শরীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ	২৯



বিটাফুড এক্সো-২০২৬ থাইল্যান্ডে এ বাংলাদেশ ইউনানী ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি ড. সাঈদ আহমেদ সিদ্দিকীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



বিটাফুড এক্সো-২০২৬ থাইল্যান্ডে এ বাংলাদেশ ইউনানী ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি ড. সাঈদ আহমেদ সিদ্দিকীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঋণ মওকুফ: একটি কৃষিবান্ধব সিদ্ধান্ত



মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বাদল
কলামিস্ট ও শিল্পোদ্যোক্তা



বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ কৃষি খাত। যুগ যুগ ধরে নানা সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাজার অস্থিরতা কিংবা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ– সবকিছুতেই দেশের কৃষক তার শ্রম, ঘাম ও মেধা দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তার ভিতকে শক্ত রেখেছেন। আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার যে দীর্ঘ পথচলা, তার প্রতিটি অধ্যায়ে কৃষকের অবদান অনস্বীকার্য। আজ যখন বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট খাদ্যনিরাপত্তাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাচ্ছে, তখনও কৃষকের

দেশের কৃষক কখনও রাষ্ট্রের কাছে বিলাসিতা চাননি। তারা চান সম্মান, ন্যায্যমূল্য এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রে সহায়তা। এই ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এই ঋণ মওকুফ যেন এককালীন সহায়তায় সীমাবদ্ধ না থাকে

শক্তি ও প্রচেষ্টা এই সংকটকে মোকাবিলা করছে।

কৃষক শুধু উৎপাদকই নন; তারা এদেশের অস্তিত্বের অন্যতম ভিত্তি। পরিতাপের বিষয়, সেই কৃষকই বছরের পর বছর সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটায়। কখনও বন্যা, কখনও খরা, কখনও ঘূর্ণিঝড়, কখনও বাজার অস্থিরতা– প্রকৃতি ও অর্থনীতির দ্বিমুখী আঘাত সবচেয়ে আগে এসে পড়ে তাদের কাঁধে। তারা ঋণ নিয়ে বীজ কেনেন, সার কেনেন, সেচ দেন, শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করেন। কিন্তু মৌসুম শেষে যদি ফসল নষ্ট হয় কিংবা ন্যায্যমূল্য না মেলে, তখন সেই ঋণই হয়ে ওঠে তার জীবনের সবচেয়ে বড় বোঝা। একসময় ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েন। ফলে কৃষিঋণ পরিশোধ অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এমন বাস্তবতাকে সামনে রেখে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দায়িত্ব গ্রহণের পর কৃষি খাতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত 'কৃষিঋণ' সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেয় বর্তমান সরকার। তারই অংশ হিসেবে গত ৫ মাসে ৭ লাখের বেশি কৃষকের কৃষিঋণ মওকুফ করেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ব্যাংকটি। বলা হয়েছে, সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির অংশ হিসেবে এসব ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। গত কয়েক মাসে তথ্য যাচাই-বাছাই ও হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগী কৃষকদের এই মওকুফ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকেই কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

এ কথা সত্য, দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ক্ষুদ্র ঋণের কারণে অনেক কৃষক নতুন করে ঋণ গ্রহণের সুযোগ হারাচ্ছিলেন। নানাবিধ কারণে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া এসব কৃষককে আবারও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতেই সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের নির্দেশনায় দেশের ৪৮টি জেলার ৭ লাখ ৯ হাজার ৬৭৯ জন কৃষকের মোট ৬০৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা ঋণ মওকুফ করেছে কৃষি ব্যাংক। উল্লেখ্য, দেশে মোট বিতরণ করা কৃষিঋণের প্রায় ৬৩ শতাংশই এককভাবে প্রদান করে ব্যাংকটি। সেই হিসাবে সরকারঘোষিত মোট মওকুফ করা ঋণের প্রায় ৩৯ শতাংশই এককভাবে বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ১৯৯১-১৯৯৬ মেয়াদেও পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ-আসল মওকুফের কার্যক্রম শুরু করেছিল। এবার সেই ধারাবাহিকতায় আবারও ঋণ মওকুফ করা হলো। গত বুধবার প্রতিদিনের বাংলাদেশসহ দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।

কৃষকের মুখে হাসি ফিরিয়ে দেওয়া মানে কেবল একটি পরিবারকে স্বস্তি দেওয়া নয়; এর অর্থ পুরো গ্রামকে সচল রাখা। কারণ কৃষকের হাতে অর্থ ফিরলে গ্রামের হাটে ক্রেতা বাড়ে, ছোট দোকানদারের বিক্রি বাড়ে, স্থানীয় পরিবহন সচল হয়, শ্রমিকের কাজ বাড়ে। আর কৃষকের সমৃদ্ধি কখনও একক ঘটনা নয়; এটি

একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বলয়কে পুনর্জীবিত করে। সেই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ক্ষমতাগ্রহণের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে কৃষি ব্যাংকের এই ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও কৃষিবান্ধব উদ্যোগ। এটি কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি কৃষকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা, সহমর্মিতা এবং ভবিষ্যতের কৃষিকে আরও শক্তিশালী করার সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ।

ঋণ অনেক সময় একজন কৃষকের কাছে অর্থনৈতিক সমস্যার চেয়েও বড় মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক যখন দিনরাত পরিশ্রম করেও ঋণ শোধ করতে পারেননা, তখন তিনি শুধু আর্থিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েন। অনেকেই নতুন করে কৃষিকাজে বিনিয়োগের সাহস ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে উৎপাদন কমে যায়, কর্মসংস্থান সংকুচিত হয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের এবারকার ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত কৃষকের নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

কৃষকদের ঋণ মওকুফের উদ্যোগকে শুধু একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখলে এর সামাজিক ও মানবিক গুরুত্বকে ছোট করে দেখা হবে। বাংলাদেশের কৃষি খাতে বহু বছর ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, বাজারে ন্যায্যমূল্যের অভাব এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার কারণে অনেক কৃষক ঋণখেলাপি হয়ে পড়েছেন। অতীতে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় অনেক কৃষক আইনি জটিলতায় পড়েছেন, কেউ কারাভোগ করেছেন, আবার চরম হতাশা ও আর্থিক সংকটে আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। এসব ঘটনা শুধু একটি পরিবারের নয়, পুরো সমাজের জন্য গভীর বেদনার। এই প্রেক্ষাপটে ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্তকে কৃষকদের জন্য নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দীর্ঘদিনের ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেলে কৃষকরা আবার উৎপাদনে মনোযোগ দিতে পারবেন, নতুন করে পথচলার সাহস পাবেন এবং পুনরায় ঋণগ্রহণের সুযোগও বাড়বে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীলতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

বাংলাদেশের ইতিহাস বলে, কৃষি খাত যখন শক্তিশালী থাকে তখন দেশের অর্থনীতিও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়। বিশ্বের উন্নত ও কৃষিনির্ভর বহু দেশও কৃষকদের সুরক্ষায় ভর্তুকি, স্বল্প সুদে ঋণ, ঋণ পুনঃতফসিল কিংবা বিশেষ পরিস্থিতিতে ঋণ মওকুফের মতো নীতি গ্রহণ করে থাকে। কারণ কৃষি শুধু একটি ব্যবসা নয়; এটি জাতীয় নিরাপত্তারও অংশ। খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হলে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাই সংকটে পড়তে পারে। তাই সময় এসেছে কৃষিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার। কৃষককে কেবল সহানুভূতির নয়, সম্মানের আসনে বসানোর। যে হাত আমাদের অন্ন জোগায়, সেই হাত যেন কখনও অসহায় না হয়– এই অঙ্গীকারই হওয়া উচিত রাষ্ট্র ও সমাজের। বাংলাদেশও আজ সেই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে কৃষিবান্ধব নীতির দিকে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষকের পাশে দাঁড়ানো মানে দেশের ভবিষ্যতের পাশে দাঁড়ানো। তাই এই সিদ্ধান্তকে আরও কার্যকর করতে কিছু বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

প্রথমত, কৃষিঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত কৃষকরাই যেন ঋণের সুবিধা পান এবং কোনো অসাধু চক্র যাতে এই সুযোগের অপব্যবহার করতে না পারে, সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ঋণ মওকুফের পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। উন্নতমানের বীজ, সারের সহজলভ্যতা, আধুনিক কৃষিযন্ত্র, সেচ সুবিধা এবং কৃষিপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ কৃষকের উৎপাদনশীলতা বাড়াবে। তৃতীয়ত, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক যদি উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য না পান, তাহলে ঋণমুক্ত হয়েও দীর্ঘমেয়াদে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন না। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণাগার বৃদ্ধি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। চতুর্থত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কৃষকদের জন্য বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত পুনর্বাসন এবং সহজ আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। পঞ্চমত, ডিজিটাল কৃষিব্যবস্থাও ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকের মোবাইল ফোনেই যদি আবহাওয়ার পূর্বাভাস, রোগবালাইয়ের তথ্য, বাজারদর এবং কৃষি পরামর্শ পৌঁছে যায়, তাহলে উৎপাদন আরও বাড়বে এবং ঝুঁকি কমবে।

ভুলে গেলে চলবে না, দেশের কৃষক কখনও রাষ্ট্রের কাছে বিলাসিতা চায়নি। তারা চান সম্মান, ন্যায্যমূল্য এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সহায়তা। এই ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এই ঋণ মওকুফ যেন এককালীন সহায়তায় সীমাবদ্ধ না থাকে। ভবিষ্যতে একই পরিস্থিতি এড়াতে কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, ফসলের বীমা চালু বা সম্প্রসারণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য কার্যকর সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। পাশাপাশি প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঠিকভাবে শনাক্ত করে এই সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নীতির অপব্যবহার না হয়।

মনে রাখতে হবে, কৃষক বাঁচলে কৃষি বাঁচবে, কৃষি বাঁচলে দেশ এগিয়ে যাবে। তাই কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর প্রতিটি উদ্যোগ জাতীয় উন্নয়নেরই অংশ। কৃষিঋণ মওকুফের এই পদক্ষেপ সেই ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে– যদি এর সুফল প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছে এবং কৃষি খাতের দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের সঙ্গে এটি সমন্বিতভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রতিটি ফসলের মাঠ, প্রতিটি সবজিক্ষেত, প্রতিটি মাছের ঘের, প্রতিটি গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির খামার এবং কৃষকের সম্মিলিত শ্রমই আমাদের জাতীয় শক্তির প্রতীক। সেই শক্তিকে সম্মান জানিয়ে কৃষকের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব। কৃষিবান্ধব এই উদ্যোগের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে প্রত্যাশা করবো– এই উদ্যোগ যেন একটি বৃহত্তর কৃষি সংস্কারের সূচনা হয়, যেখানে কৃষক হবেন উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা হবে আরও সমৃদ্ধ, আরও টেকসই এবং আরও আত্মনির্ভর।

The Advantage of Prophetic Medicine in Community Health Care



Dr. A.H.M. Azharul Islam
B.U.M.S (Dhaka University)
M. Phil (J.U.), Ph. D (Fellow) Prophetic Medicine
Presenter, Medical Science in the light of Islam
Islamic Television, Bangladesh
Founder Secretary General
National Foundation of Prophetic Medicine, Bangladesh.

At the very inception, I like to expose regarding what is community medicine ? It is a branch of medicine that focuses of the health of entire population. It encompasses strategies for promoting health. Parenting diseases and improving the overall well-being of communities through initiatives like health promotion and education, disease prevention and control. Health needs assessment, program planning and implementation, environmental health, disaster respire. It is often used interchangeably with public health, preventive medicine and social medicine:

Community Medicine with Prophetic Medicine involves integrating traditional, religion based practices from the Prophet Hazrat Muhammad (s) advice or teachings into modern public approaches, it uses a holistic, preventive and complementary approach incorporating natural remedies and spiritual practices along with evidence based medication. To this integration aims to improve overall community health by using natural wisdom to modern applying techniques.

The Basic Principle are

1. Holistic Approach: Prophetic medicine views health as encompassing both physical and mental well-being, integrating spiritual and material aspects.
2. Preventive Focus: A significant emphasis is placed on preventing disease through healthy lifestyle choices, diet and hygiene.
3. Holistic and Complementary Treatment: It uses a combination of therapies including both traditional methods and modern medical scienc.
4. Evidence based integration: while rooted in religious tradition. There is a growing interest in scientifically evaluating and integrating these practices in to modern healthcare model.
5. Practicing Examples: Dietary advice, Herbal remedies therapeutic practices with spiritual and mental well-being.
6. Dietary guidelines in Prophetic Aspect : Prophetic Medicine guidance on eating focuses on moderation and the consumption of whole some permissible food (Halal & Tayyib).
7. Avoid Over Eating : The Prophet (s) advised the son of Adam dose not fill a vessel worse than his stomach, a few, mouthful are sufficient for him to keep his back straight but if the must then one third for his food, one third for his drink and one third for his air.
8. Eat and Drink Slowly: This practice aids digestion and helps to avoid over consumption .
9. Consume Wholesome Foods: The Prophet advocated for a diet including dates, honey, milk ,olives etc which are now recognized for their nutritional benefits.
10. Avoid Intoxicants: The Prophet (s) prohibited to drink alcohol which is described as the key to all evils due to its harmful effects on the body and mind .
11. Hygiene and Cleanliness: It is an important Islamic teachings for the preventing diseases ablution performing ablution five times daily before prayers is involved the washing the hands ,face ,mouth, feet. This is the way of micro-organisms warding off or free out from the body.
12. Dental Hygienic: The use of a miswak a natural toothbrush was highly recommended for purifying the mouth and teeth.
13. Hand washing: The Prophet taught the important of washing hands before and after taking meals to prevent the diseases.
14. Environmental Cleanliness: Muslims are constructed to maintain clean homes and environments and to avoid urinating in stagnant water.
15. Physical and Mental Well-being: Prophetic Guidance encourages a balanced life style that incorporates physical activity rest and emotional health.
16. Regular Exercise: The prophet (s) encouraged physical activates like walking, horse riding, archery and racing to mention a strong and healthy body.
17. Adequate Rest: The important of early sleep and early to bed are the important lesson for over all well-being.
18. Emotional Balanced: Practices such as gratitude, prayer and trust in Allah are promoted to build up emotional resilience and alleviate stress.
19. Prophetic Medicine & Non-communicable Diseases and Life style Modifications: Eat a healthy diet & fresh diet have to take balanced diet with fruits & vegetables and lean protein and reduces intake salt, sugar and unhealthy fats. Be physically active, aim for regular physical activity as 30 minutes of brisk walking daily ; Avoid Tobacco & Alcohol .
20. Medical and Public Health Measures : (a) Get screened and detected early BP ,Blood Sugar, Cholesterol, Serum Creatinine (b) Improve Air Quality (C) Ensure access to health care
21. Environmental Factors: Air Pollution increases the risk of NCD s like heart & Lungs diseases. Exposure to UV radiation can lead to skin cancer.
22. Maintain a balanced diet of permissible foods and drink, regular exercise and maintaining a healthy attitude towards life is encouraged in Islam.

কয়েকটি সুন্নাহ ও উহাদের বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা



ডা. মো. ইমরান হোসেন সাবেত

ইনডোর মেডিক্যাল অফিসার
সরকারি ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর-১৩,ঢাকা

হুজুরে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আমলগুলোকে করার জন্য মজবুত ভাবে তাগিদ দিয়েছেন। ১. খাৎনা, ২. নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, ৩. নখ কাটা, ৪. বগলের লোম পরিষ্কার করা, ৫. গোফ ছাঁটা।

খাৎনা

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক (স:) নিজে হাসান, হোসাইন ও মুহসিনের নাম রেখেছেন, আকিকা করেছেন, তাঁদের মাথা মুন্ডন করেছেন, তাঁদের ছদকা দিয়েছেন এবং তাঁদের খাৎনা করিয়েছেন। (তাবরানী)

অন্যত্র বর্ণিত আছে, খাৎনা হযরত ইব্রাহীম আ. এর সুন্নত। চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, খাৎনা করার দ্বারা মানুষ প্রস্রাব ও হৃৎযন্ত্রের বিভিন্ন রোগ হতে রক্ষা পেতে পারে। যারা খাৎনা করে না তাদের নিম্নোক্ত রোগের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১. গুপ্তাঙ্গের বাড়তি চামড়া না কাটার কারণে এই অতিরিক্ত চামড়ায় এক প্রকার বিষাক্ত পুঁজ জমা হয়ে থাকে। যদদ্বারা বেশ কয়েকটি রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. বাড়তি চামড়ার মধ্যে ময়লা জমে থাকার ফলে এক প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি হয়। স্বামীর মাধ্যমে স্ত্রীর মধ্যেও এই রোগের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. অতিরিক্ত চামড়ার কারণে বিভিন্ন জীবাণু থাকতে পারে এবং গুপ্তাঙ্গে ব্যথা ও জ্বালা পোড়ার সৃষ্টি হতে পারে।

৪. খাৎনা না করার জন্য বাড়তি চামড়া গুপ্তাঙ্গের আগার নরম অংশের সাথে মিলিত থাকে। এতে প্রস্রাবের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধির উপসর্গ সৃষ্টির কারণ হয়।

ইসলামে খাৎনা

হুজুরে পাক (স:) থেকে খাৎনা সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, "পাঁচটি জিনিস ফিৎরাতের (অভ্যাসগত জিনিসের) অন্তর্ভূক্ত। খাৎনা করা, নাভীর নীচের পশম কাটা, গোফ ছোট রাখা, নখ কাটা এবং বগলের পশম পরিষ্কার করা। ইমাম আহম্মদ রহ. শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে মারফু রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, "খাৎনা পুরুষের জন্য সুন্নত।" ইসলামী নিয়ম-নীতির কল্যাণকর দিক আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। খাৎনা করা ইসলামী রীতি। এটা ইব্রাহীমী সুন্নত। খাত্নার ফলে শিশমুন্ডের চামড়ায় সিবাম (ত্বকের মেদ) জমতে পারে না। সিবাম, সিবাসিয়াস গ্রন্থির নিঃসরণ, যা জমে খোস-পাচড়ার সৃষ্টি করে। খাৎনার সময় শিশমুন্ডের উপরস্থ চামড়া কেটে ফেলা হয়। ফলে শিশমুন্ড উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং খোস-পাচড়া ও ক্যান্সার হয় না।

আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের অভিমত ওয়াশিংটনের সামরিক হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান প্রফেসর ভয়েস ভেইল আমেরিকান ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান (American family physician) পত্রিকায় মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় লিখেন "১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমিও খাৎনার বিপক্ষে ছিলাম। খাৎনার প্রচলন রোধ করার জন্য তখন যে প্রচেষ্টা চলানো হয়েছিল তাতেও অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আশির দশকের প্রথম দিকে পরিচালিত জরিপে দেখা গেল যে, খাৎনা বিহীন শিশুদের মধ্যে প্রস্রাবের নালীতে প্রদাহ রোগ তুলনামূলক ভাবে বেশি দেখা যায়। এরপরও খাৎনা জীবনের স্বাভাবিক করণীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত এটা মেনে নেওয়া আমার অভিমত ছিল না। তবে প্রয়োজনের সময় এটা কার্যকর করার পরামর্শ অবশ্যই দিতাম। খাৎনাকে জীবনের স্বভাব সম্মত করণীয় কাজ বলে গণ্য করতে বাধ্য হলাম। শুধু এতটুকুই নয়; বরং আমেরিকান একাডেমী ১৯৮৯ সালে শিশু চিকিৎসা বিষয়ক যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তা ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পূর্ণ বিপরীত। খাৎনা অনুৎসাহী করার প্রচারনা বন্ধ করা হল। শিশুদের খাৎনা করার কল্যাণকর দিকসমূহ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হল। সম্প্রতিক কালের চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার পর এ ক্ষেত্রে ভূকম্পন দেখা দিল। মানুষ নিজেদের মত পরিবর্তন করল। মানুষের কর্ম-কৌশল পাল্টে গেল। যারা খাৎনার যতটা বিরোধী ছিল, তারা ততটাই খাৎনার প্রচারকে পরিণত হল। পুনরায় প্রমাণিত হল, কালের পরিবর্তন মানুষের ফিতরাতকে পরিবর্তন করতে অক্ষম। "আল্লাহর তৈরি অভ্যাসকে মজবুত ভাবে ধর, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" উক্ত প্রফেসর তাঁর রচনার শেষে লিখেন- ৮ মার্চ ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার চিকিৎসক সমিতির সদস্যগণ এ সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, খাৎনা শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। তারপর আমি খাৎনার বিপক্ষীয় অবস্থান থেকে ফিরে এলাম এবং ক্যালিফোর্নিয়ার চিকিৎসক সমিতির সিদ্ধান্তকে সানন্দচিত্তে মেনে নিলাম। খাৎনা করা লোকের স্ত্রীদের জরায়ু ক্যান্সার খুবই বিরল। এই ইসলামী রীতি অনেক অমুসলিমকেও আকৃষ্ট করেছে। এখন অনেক অমুসলিম স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য খাৎনা করিয়ে থাকেন। বয়ঃসন্ধির সময়েই ইসলাম ছেলে মেয়েদেরকে পবিত্রতা অর্জন করে ইসলামী অনুশাসন পালনের নির্দেশ দেয়। বয়ঃসন্ধির সময়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের গৌন যৌন বৈশিষ্ট্য ফুটতে শুরু করে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুল গজায়। ইসলাম তখন তাকে একমাত্র দাড়ি ও চুল রেখে অন্য সব কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। মাথার চুলও ছোট করে কাটার নির্দেশ দেয়। বিশেষত বিটপাস্থির চুল ও বগলের লোম কেটে ফেলার কঠোর নির্দেশ আছে। ৪০ দিনের মধ্যে কম পক্ষে একবার উক্ত দু'টি স্থান মুন্ডন না করলে গোনাহগার হতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে বগলে, নাভির নিম্নাংশে, বিটপাস্থিতে, কুচকিতে চুল শরীরকে নোংরা করে। এসব স্থানে ময়লা জমে জীবাণুর সংক্রামণ হয়। ফলে প্রায়ই পাঁচড়া, দাদ, ফাংজাইটিস, ফলিকুলাইটিস রোগ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ দু'টি স্থানে মুন্ডন না করার কারণে জার্মান সেনাদের ব্যাপক আকারে এ রোগ দেখা দেয়।

মেসওয়াক ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) দন্ত মাজনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, 'আমার অনুসারীদের জন্য কষ্টকর মনে না করলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওজুতে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। তিনি আরো বলেছেন, "দন্ত মাজন মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক।" বাস্তবেও দেখা গেছে তাই। ছোট বেলা থেকে যারা দাঁতের প্রতি যত্নবান, তাদের দাঁতে কোন সমস্যা হয় না, মুখে ঘা, সেপসিস, পাইরিয়া, ক্যারিস (দন্তক্ষয়), টনসিলের প্রদাহ হয় না। এজন্যই রাসুলে পাক (স:) তাঁর শিয়রের কাছে মেসওয়াক রাখতেন সর্বদা। মেসওয়াক করতেন বাবলা গাছের ডাল দিয়ে। বাবলা গাছের ডালের ছোট ছোট ফাইবারগুলো সযত্নে দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণা ও ময়লা পরিষ্কার করে। এগুলো আজকালের উন্নত টুথ ব্রাশের মত। নিম, আম, অর্জুন এসবের ডাল দিয়েও দাঁত মাজা ভালো। মেসওয়াকের বাকলে বিদ্যমান রঞ্জক পদার্থ দাঁতের বাইরের শক্ত স্তর অর্থাৎ এনামেলকে ক্ষতির থেকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে তামাক সেবন ধূমপান এগুলোকে ইসলামে মাকরূহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এসবের ক্ষতিকর দিকটা কে না জানে। এসব বর্জনের মাধ্যমে আমরা ব্রংকাইটিস, কাশি, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি হতে সহজে মুক্ত হতে পারি।

মেসওয়াকের আধুনিক গবেষণা

নবী করীম (স:) এর পবিত্র শিক্ষার বরকতে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মুসলমান দাঁত পরিষ্কার রাখার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান। মূলত ব্রাশ দ্বারা ভালো ভাবে দাঁত পরিষ্কার করার পরেও দাঁতে ময়লা (চষধয়ঁব) থেকে যায়। যদি ২৪ ঘন্টায় একবারও দাঁত ও মাড়িতে পরিষ্কার করা না হয়, তাহলে ময়লার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, দাঁত ও মাড়িতে সংক্রমণ শুরু হয়। কিন্তু দিনে কয়েকবার মেসওয়াক করার ফলে দাঁত পরিষ্কার থাকে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, যারা নিয়মিত মেসওয়াক করে তাদের দাঁত ও মাড়ি সুস্থ থাকে। ১৯৮৫ খৃ: দেশে দাঁত পরিষ্কারে ব্যবহৃত গাছের ডালের উপর নতুন করে ডাক্তারী গবেষণা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় দেখা যায়, পিলু গাছে শক্তিবর্ধক গুণ রয়েছে। মেসওয়াাক করতে ব্যবহৃত উদ্ভিদের ডালগুলোর জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা বায়োলোজিক্যাল দিক থেকে পরীক্ষা করা হয়।

নিম্নে সেই উদ্ভিদগুলোর নাম দেওয়া হল :

১. Melia Azadirachta linn (নিম গাছ)

২. Acacia orabica willd (বাবলা গাছ)

৩. Acacia modesta wall.

৪. Salvadora perica linn (পিলু)

৫. Pongamia glabra vent.

উক্ত গবেষণায় বলা হয়েছে, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং আমেরিকার উষ্ণ ও দক্ষিণ অঞ্চলে পিলু বৃক্ষের ডাল ও শিকড় দাঁত পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়। শহরের অধিবাসীদের অধিকাংশই দাঁত পরিষ্কারের জন্য ব্রাশ ব্যবহার করে। কিন্তু গ্রামের অধিবাসীগণ সাধারণত গাছের ডাল ও শিকড়ই ব্যবহার বরে। তাই তাদেরকে দন্ত রোগে আক্রান্ত হতে খুব কম দেখা যায়। এ সকল বাস্তব বিষয়াবলীর ব্যাখ্যায় ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়। এতে পিলু বৃক্ষের উপকারিতা ও কার্যকারিতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির দাঁত, মাড়ি ও মুখের লালা থেকে কিছু জীবাণু পৃথক করে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, জীবণুগুলো মুখ ও দন্ত রোগ সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। এরপর উক্ত জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কতিপয় উদ্ভিদের ভূমিকা নিয়ে ও গবেষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, পিলু ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে ঝধৎরপরহধ ষঁধঃবধ, ইধপরষষঁং ঢ়ঁসরষরং নামীয় ব্যাকটেরিয়া বিরোধী কোন প্রতিক্রিয়াা নেই। পক্ষান্তরে পিলুর মেসওয়াক ব্যবহারকারীদের মুখের লালায় ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক ক্রিয়া দেখা যায়। অধিকন্তু অন্যান্য উদ্ভিদ অপেক্ষা পিলুতে জীবণুরোধী (অহঃরং-সরপৎড়নরধষ) জীবাণুনাশক (এবৎসরপরফধষ) এবং ছত্রাকনাশক (ঋঁহমরপরফধষ) গুণাগুণ বেশি পাওয়া যায়। ১ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, পিলুতে বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও মাড়িকে দৃঢ় ও পরিষ্কারকরণ এবং ঘষা-মাজার মাধ্যমে ময়লা তুলে ফেলার (অনৎধংরাব) গুণাগুণ বিদ্যমান রয়েছে।

শুধু মেসওয়াকই নয়; বরং মেসওয়াক ব্যবহারকালে ঘর্ষণজনিত পরিত্যাক্ত কণা (উঁংঃ) মুখ, দাঁত ও মাড়ির পরিচ্ছন্নতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। মূলত এটা আল্লাহ পাকের দান ও নবী করীম (স:) এর নূরানী তালিমের বরকত। সর্বোপরি মেসওয়াক করা সুন্নত। হাদীস পাকে বর্ণিত আছে, মেসওয়াক করে যে নামায আদয় করা হয়, তা বিনা মেসওয়াকে আদায় করা নামাযের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি উত্তম। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, তোমরা মেসওয়াকের প্রতি বিশেষ যত্নবান হও। কারণ এতে দশটি উপকার নিহিত আছে।

১. মুখ পরিষ্কার করে, ২. আল্লহর সন্তুষ্টির কারণ, ৩. শয়তানকে ক্রোধান্বিত করে, ৪. আল্লাহতায়ালা ভালোবাসেন, ৫. ফেরেস্তাগণ মেসওয়াক কারীকে ভালবাসেন, ৬. কফ দূর করে, ৭. মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে, ৮. পিত্তকে নষ্ট করে, ৯. দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, ১০. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। ওলামায় কেরামের মতে, মেসওয়াকের ভিতর ৭০টি উপকার নিহিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মৃত্যুকালে কালেমা পড়া নসিব হবে। অন্যত্র বর্ণিত আছে, হযরত জিব্রাঈল আ. হুজুরে পাক (স:) এর নিকটে যতবার এসেছেন, এর অধিকাংশ বারই মেসওয়াকের ফযিলত সম্পর্কে বলেছেন এবং উম্মতকে মেসওয়াকের আমলের উপর উঠানোর তাগিদ দিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম নখরি রহ. কে হুজুরে পাক (স:) স্বপ্নে স্মরণ রাখার আমল নসিহত করেছেন। ১. অল্প আহার করা। ২. অল্প ঘুমানো। ৩. অধিক কুরআন তেলাওয়াত করা। ৪. প্রত্যেক নামাযের আগে অযু করা। মেসওয়াক সুন্নতে মোয়াক্কাদায় পরিণত হয়। যেমন- ক. দাঁত হলুদ বর্ণ ধারণ করলে। খ. কুরআন হাদীস পাঠের আগে। গ. সহবাসের পূর্বে ঘ. মৃত্যুর পূর্বে। ঙ. শয়নের পূর্বে। চ. ঘুম হতে জাগ্রত হয়েছে। ছ. ঘরে প্রবেশের পূর্বে। জ. মুখে দুর্গন্ধ প্রকাশ পেলে। ঝ. ওজুর সময়। ঞ. সভা বা সমিতিতে যোগদানের পূর্বে। (আল ফিরদাউস) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মেসওয়াক করার দ্বারা শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি সজীব ও সুস্থ থাকে। যেমন- চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, মেসওয়াক করার দ্বারা মস্তিস্ক সতেজ থাকে। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে; দাঁতসমূহ সুস্থ রাখে। মেসওয়াক করার সময় শুধু দাঁত এবং মুখমমন্ডলের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াও সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। কারণ দাঁতের শিরা ধমনীসমূহের সাথে উক্ত অঙ্গসমূহের শিরা ধমনী সম্পর্কযুক্ত। মেসওয়াকের সময় দাঁত ও দাঁতের পার্শ্ববর্তী অঙ্গসমূহের মধ্যে রক্তসঞ্চালন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

দাড়ি মুসলমানদের একটি ইউনিফর্ম

কোন জাতি বা ধর্মের নিজস্ব অস্থিত্ব আর ঐতিহ্য বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন, নিজস্ব রীতি-নীতি পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষ্টি-কালচার ও নিজস্ব ভাষার। সুতরাং ইসলামের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের এমন কিছু ইউনিফর্ম থাকা অত্যাবশ্যক যা অন্যান্য জাতি ধর্ম থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। আর সেই ইউনিফর্মটা জীবন দিয়ে হলেও প্রত্যেক মুসলমানের মানা এবং রক্ষা করা একান্ত জরুরী।

মহান আল্লাহ পাক ছোবহানাহু ওতায়ালা থেকে রাসূলে আকরাম (স:) এর মাধ্যমে আমরা মুসলমানেরা যে সব ইউনিফর্ম পেয়েছি, নিশ্চিত সেটা সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি থেকে সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ হলো আল্লাহতায়ালা নিজেই তাঁর হাবীব রাসূলে পাক (স:) কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর এ কারণে হুজুরে পাক (স:) এর প্রতিটি কাজ-কর্ম বাণী ছিলো অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। এত কিছু সত্ত্বেও কেন আমরা অন্যদের রীতি-নীতি পোশাক পরিচ্ছেদ, কৃষ্টি-কালচারে গা ভেসে দিয়ে চলব। এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম (স:) এরশাদ করেছেন- 'কেউ অন্য জাতির বেশ ধারণ করলে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আর এ কারণেই রাসূলে আকরাম (স:) তাঁর অনুসারীদের জন্য পৃথক ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হুজুরে পাক (স:) এরশাদ করেছেন, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো আমরা টুপির উপর পাগড়ী পড়ি। (আর তারা টুপি ছাড়াই পাগড়ী পরে) অন্যান্য ইউনিফর্মের মধ্যে মুসলমানের জন্য দাড়ি লম্বা রাখা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইউনিফর্ম। এ প্রসঙ্গে হুজুরে পাক (স:) এরশাদ করেছেন- 'মুশরিকদের বিরোধীতার জন্য তোমরা দাড়ি বড় রাখ এবং গোঁফ ছাট। (বোখারী ও মুসলিম)

আরো এসেছে, তোমরা গোঁফ কাট, দাড়ি বড় করো এবং মুশরিকদের বিরোধিতা করো। (বোখারী)

অন্যত্র এসেছে, 'যে ব্যক্তি গোঁফ না কাটবে, সে আমার উম্মত নয়।' (তিরমিযী, নাসায়ী)

দাড়ি রাখার গুরুত্ব

হযরত মা আয়শা রা. হতে বর্ণিত আছে, "রাসূলে আকরাম (স:) এরশাদ করেছেন, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য হাদীসে দশটি কাজকে ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তমোধ্য দাড়ি রাখা ও গোঁফ কর্তন করা অন্যতম।

শরিয়তের পরিভাষায় ফিতরাত বলা হয়, সমস্ত নবী রাসূলদের আ. সর্ব সম্মতিক্রমে যে কাজ করা হয়েছে এবং তা পালনের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরআন পাকে বর্ণিত আছে, হযরত হারুন আ. হযরত মূসা আ. কে বলেছিলেন- "হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও কেশ ধরে আকর্ষণ করো না। (সূরা ত্বাহা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স:) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা গোঁফ কেটো আর দাড়ি লম্বা কর। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক (স:) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো। দাড়ি বড় করো ও গোঁফ কেটে ফেল। (মিশকাত)।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (স:) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা গোঁফ কর্তন করো, দাড়ি লম্বা করো এবং অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।' (মুসলিম)

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'রাসূলে আকরাম (স:) দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হতে অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে ফেলতেন।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হজ্জ ও উমরা থেকে অবসর গ্রহণের জন্য ইহরাম খোলার সময় দাড়িকে মুষ্টি করে ধরে অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে ফেলতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল লিবাস অংশে) হযরত আবু হুরায়রা রা. হতেও উপরোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। (নসরুর রয়াহ) সুতরাং নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, দাড়ির শরয়ি পরিমাণ কমপক্ষে এক মুষ্টি। অতএব দাড়ি মুন্ডন করা যেমন হারাম, তেমনি এক মুষ্টির কম রাখাও হারাম।

শায়খ আবদুল কাদের মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. "আশিয়্যাতুল লুম আতে" লিখেছেন যে, দাড়ি মুন্ডন করা হারাম আর এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব।

ইমদাদুল ফতুয়ায় বর্ণিত আছে- 'দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং এক মুষ্টির চেয়ে বেশি কাটা হারাম। কারণ রাসূলে পাক (স) আলাইহি ওয়াসসালাম এরশাদ করেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো। দাড়ি বড় কর।' (বুখারী ও মুসলিম)

কুতুবুল আলম শয়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হাফেজ যাকারিয়া রহ. 'ডার হিকা উজুব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, দাড়ি মুন্ডনকারী লোকদেরকে দেখে আমার মনে হতো যে, মানুষের মৃত্যুর সময় তো জানা নেই, এই দাড়ি মুন্ডন করা অবস্থায় যদি কারো মৃত্যু এসে যায়, তাহলে পরকালে কোন মুখ রাসূলে আকরাম ছলালাহু আলাইহি ওয়াসসালাম এর সম্মুখে উপস্থিত হবে? সাথে সাথে বারবার আমার এ খেয়ালও জাগ্রত হয় যে, কবীরা গুনাহ তো অনেক আছে। যেমন- ব্যভিচার সমকামিতা, মদপান ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো সবই তো সাময়িক। রাসূলে আকরাম ছলালাহু আলাইহি ওয়াসসালাম এরশাদ করেছেন, "ব্যভিচার করার সময় ব্যভিচারীর ঈমান থাকে না।' অর্থাৎ ব্যভিচার করার পর তার ঈমানের নূর আবার ফিরে আসে। কিন্তু দাড়ি মুন্ডন বা কর্তন করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ, যা সর্বদাই সঙ্গে থাকে। নামায পড়ে তো তখনও এই গুনাহ সঙ্গে আছে, রোযা, হজ্জ মোট কথা যে কোন ইবাদতের সময়ই এই গুনাহ সাথে জড়িয়ে থাকে। (ডার হি-কা উজুব)

দাড়ি রাখার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

আমাদের শরীরের ঝবহংধঃরড়হধষ অঙ্গগুলোর মধ্যে ইৎধরহ, ঊব, ঘড়ংব, গড়ঁঃয, ঞযৎড়ধঃ, ঊধৎ বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। বিশেষ করে ইৎধরহ বা মস্তিক, ঊব বা চোখ, মুখমন্ডল, ঘড়ংব বা নাসিকা, ঊধৎ বা কান প্রভৃতি স্নায়ু সমূহের একে অপরের মধ্যে যোগ সূত্র অতি প্রখর। অঙ্গগুলির মধ্যে মুখমন্ডলে এর প্রভাব পড়ে বেশি। মুখমন্ডলের স্নায়ুসমূহের সাথে চোখ এবং মস্তিষ্কে ও স্নায়ুসমূহের যোগসূত্র আরো বেশি। আর এ কারণেই দাড়ি সেভ করলে চোখে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে দৃষ্টিহীনতা উলেখযোগ্য। স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়া এর অন্যতম কারণ। এ অভিযোগ অনেক শুনেছি যে, সেভ করতে গিয়ে বা নাকের লোম ছাটতে গিয়ে এমন কি গোফ ছাটতে কিংবা সেভ করতে খুর কিংবা ব্লেড ব্যবহারের সময় চোখ দিয়ে এমনিতেই অশ্রু ঝরে। সর্বোপরি নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে, দাড়ি কামালে বা সেভ করলে নাক, কান, দাঁত, চোখ, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অঙ্গের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও দাড়িতে বেশি বেশি ক্ষুর বা ব্লেড লাগালে দাড়ির লোমের গেড়া খুব শক্ত হয়ে যায়, মুখমন্ডলের ঝশরহ চামড়ার টঢ়ঢ়বৎ খধুবৎ বা ত্বকের উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়ে যায়। এতে মুখমন্ডল তার লাবণ্যতা হারায়। লোমের গোড়ার ঋষঁরফ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। লোমকে কালো রাখার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গবষধহরহ (মেলানিন) বা কালচে বাদামী রংয়ের রঞ্জক পদার্থ আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। ফলে দাড়ির লোম সাদা হতে থাকে। অনেক গবেষক চিকিৎসকদের ধারণা, বেশি বেশি দাড়ি মুরানোর ফলে হৃদরোগের মতো এমন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংখাও রয়েছে। তবে এখনও এটার স্বপক্ষে কোন উলেখযোগ্য কারণ দিতে পারেনি। তবে পরিসংখ্যাণ করে দেখা গেছে, দাড়ি কামানো বা সেভ করা লোকেরা বেশি cardiac disease-এ আক্রান্ত হয়।

Doctrine of Signature



Dilruba Razia
M Sc (Chemistry)
Director,
Akhter B Sc Foundation

The doctrine of signature is the concept of medicinal plants, foods being the most beneficial to the similar organs of the human body or that resembles a specific body organ or the shape, colors or growth pattern of medicinal plants and foods acts as a divine, natural "Signature" indicating the specific bodily organ ailment, They can heal and nourish. And this is also called Allah's pharmacy.

Examples of Allah's Pharmacy and corresponding Health Benefits:

- **Carrots (Eyes):** Sliced carrots resembles the human eyes specially pupil of the eyes. The sliced carrots enhances the blood flow of pupil . Carrots contains beta-carotene that coverts in to vitamin A.



- **Walnuts (Brain):** The walnut's resemblance to a human brain ,with left /right hemispheres, It boosts up the blood circulation of brain.



- **Tomatoes and the Heart :** Tomatoes are red in color have four chambers and packed with Lycopene. It enhances the cardiac muscle .As a results cardiac blood flowing is increasing. Tomatoes contain Lycopene that develops the cardiac function.



- **Kidney (Bean) :** The beans match with the shape of kidney and its help to supports the kidney function.



- **Celery /Rhubarb Bones:** Its shape and size is long and brittle like bones. It contains silica which is very important for bone strength.



- **Avocado (Uterus) :** The shape of avocado just like a uterus, this is very



- **Fig (Sperm):** Figs resemble with male reproductive cells (Sperm).And it is very effective for the development of sperm health .Fig increases the motility of male sperm. Figs are helpful for Asthma ,Bronchi Asthma, Constipation, Diabetes, Piles etc.



- **Sweet Potato (Pancreas):** The hope of sweet potato just resembles with pancreas and it helps to control or balance blood sugar levels.



- **Olive (Ovaries) :** Its oval shape and size resembles with ovary and it is often associated with supporting ovarian health.



- **Grapes (Cardiac Chamber) :** Grapes having in a cluster that has the shape of heart . Each grape looks like a blood cell. From the scientific research ,it is proven that grapes are very beneficial for the cardiac muscle as a tonic and helps to produce blood also boosts up blood circulation .



- **Barley:** It is very good for Fever. Hazrat Muhammad (Sn) used to take barley gruel for his illness.



- **Onion :** Lagers resemble body cells.



- **Lungwort (Pulmonary officials):** Spotted leaves resembles diseased lung tissue, used for respiratory ailments.



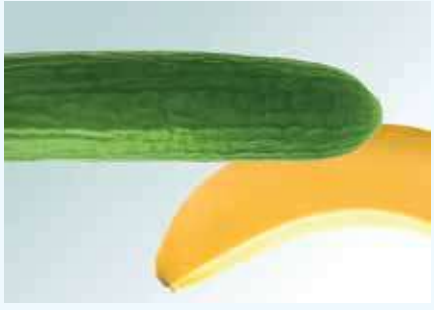
- **Liverwort (Hepatica Nobilis):** Lives resemble the liver and used for liver diseases.



- **Red Cloves and Beet root:** Red Color, and these are used as blood purifiers.



- **Banana & Cucumber:** Those are resembles as the male organ . And these are very effective for loss of libido and sexual weakness.



- **Maidenhair Fern:** Fronds resemble hair ,used for hair problems.



- **Mushrooms:** Sliced mushrooms resemble the ear ,And that is used for earaches.



তিব্বে নববী

(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

(বিশ্ব নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চিকিৎসা বিজ্ঞান)

ডা. ইবনে আখতার

বইটিতে যা যা আছে–

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে বিবাহ্ সাদী, চিকিৎসা বিষয়ক নির্দেশনা, ফলমূল ও ভেষজসমূহের সচিত্র বর্ণনা, আমলের মাধ্যমে চিকিৎসা বিষয়ক বর্ণনা। বইটি লেখকের দীর্ঘ ৮-১০ বছরের পরিশ্রমের ফসল; যা বাংলা ভাষায় একটি দূর্লভ বই।

মোবাইল: ০১৭১২-৭৩৪০৬৯, ০১৩০৭৫৬৭৪৬৭

A Trusted Name in Traditional Medicine



Etlab

Products At A Glance



Etlab Industries (Unani)

Factory : Plot No.-B-5(B) Road No 02, BSCIC, Cumilla
E-mail : etlabbd@yahoo.com, Cell : 01733365300
01730064002, 01730064007

ইউনানী বাণী

কালোমেঘ: প্রকৃতির এক মহৌষধ ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়



ডা. মো: আমিরুল ইসলাম

ম্যানেজিং পার্টনার

ইটিল্যাব ইন্ড্রাস্টিজ, কুমিল্লা।

ভূমিকা: প্রকৃতি ও ভেষজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে কালোমেঘ বৈজ্ঞানিক নাম: (Andrographis paniculata) একটি অনন্য নাম। এর তীব্র তিতা স্বাদের কারণে একে'কিং অব বিটারনেস' (King of Bitterness) বা 'মহাতিতা' বলা হয়। ইউনানী চিকিৎসায় হাজার বছর ধরে এটি লিভারের সমস্যা, সংক্রমণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে আধুনিক ফার্মাকোলজিতেও এটি একটি শক্তিশালী 'ইমিউন মডুলেটর' হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও বিস্তার:

কালোমেঘ 'অ্যাক্যানথেসি' (Acanthaceae) পরিবারের একটি এক বর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ।

আকার: এটি সাধারণত ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

কান্ড: এর কান্ড চতুষ্কোণ এবং এর চারপাশ থেকে অসংখ্য শাখা বের হয়।

পাতা: পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, মসৃণ এবং বল্লমাকৃতির। পাতার উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজ এবং নিচভাগ হালকা সবুজ।

ফুল ও ফল: এর ফুল ছোট, সাদা রঙের এবং তাতে বেগুনি রঙের ছোপ থাকে। ফলগুলো লম্বাকৃতি এবং পেকে গেলে ফেটে গিয়ে বীজ ছড়িয়ে পড়ে।

উৎপত্তি: এটি মূলত ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর স্থানীয় উদ্ভিদ। এটি ছায়াযুক্ত এবং আদ্র স্থানে ভালো জন্মে।

প্রধান রাসায়নিক উপাদান:

কালোমেঘের অসামান্য ঔষধি গুণের পেছনে এতে বিদ্যমান বিশেষ কিছু জৈব রাসায়নিক উপাদান।

অ্যান্ড্রোগ্রাফোলাইড: এটিই উদ্ভিদের প্রধান সক্রিয় উপাদান এবং অত্যন্ত তিতা স্বাদের জন্য দায়ী। এটি শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ভাইরাল এবং অ্যান্টি-ক্যানসার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

নিওঅ্যান্ড্রোগ্রাফোলাইড

ও ডিঅক্সিঅ্যান্ড্রোগ্রাফোলাইড:

এগুলো প্রদাহনাশক হিসেবে কাজ করে।

ফ্ল্যাভোনয়েডস: যা শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কোষকে সুরক্ষা দেয়।

খনিজ উপাদান: এতে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিস্তারিত স্বাস্থ্য উপকারিতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি:

ক. লিভারের সুরক্ষায়:

কালোমেঘকে সেরা প্রাকৃতিক লিভার টনিক বলা হয়। এটি লিভারের কোষগুলোকে (Hepatocytes) টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থের হাত থেকে রক্ষা করে। জন্ডিস, ফ্যাটি লিভার এবং হেপাটাইটিস বি-এর চিকিৎসায় এর রস অত্যন্ত কার্যকর। এটি পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধি করে হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

খ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে:

গবেষণায় দেখা গেছে, কালোমেঘ শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার (Lymphocytes) উৎপাদন ও কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। এটি শরীরের 'ন্যাচারাল কিলার সেল'-কে উদ্দীপিত করে, যা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ রুখতে সাহায্য করে।

গ. জ্বর ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ:

সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে শুরু করে সাইনোসাইটিস এবং ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়। সুইডিশ হার্বাল ইনস্টিটিউটের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কালোমেঘ নির্যাস ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ দ্রুত কমিয়ে দেয়।

ঘ. ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ:

এটি অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিঃসরণে সাহায্য করে এবং কোষে শর্করার শোষণ বৃদ্ধি করে। ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ ছাড়া এটি রক্তনালী প্রসারণে সাহায্য করে উচ্চ রক্তচাপ কমায়।

ঙ. ক্যানসার প্রতিরোধে সম্ভাবনা:

আধুনিক ক্যানসার গবেষণায় কালোমেঘের অ্যান্ড্রোগ্রাফোলাইড নিয়ে ব্যাপক কাজ হচ্ছে। এটি ক্যানসার কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া (চৎড়ষরভবৎধঃরড়হ) ব্যাহত করতে এবং টিউমারের আকার ছোট করতে সহায়তা করে বলে প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গেছে।

ব্যবহার বিধি ও সেবন মাত্রা:

কাঁচা পাতার রস: ১০-১৫টি পাতা ভালো করে ধুয়ে রস করে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ১ চামচ মধুর সাথে খাওয়া যায়।

ক্বাথ বা ডেকোকশন: শুকনো পাতা বা কাণ্ড পানিতে ফুটিয়ে সেই পানি ছেঁকে চা হিসেবে পান করা যায়।

চূর্ণ বা পাউডার: প্রতিদিন ২-৩ গ্রাম পাউডার হালকা গরম পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করা যায়।

ট্যাবলেট/ক্যাপসুল: বাজারে অনেক বড় বড় কোম্পানি কালোমেঘের নির্যাস দিয়ে তৈরি ওষুধ বিক্রি করে, যা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি সেব্য।

সতর্কতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

যদিও এটি নিরাপদ, তবে অতিরিক্ত সেবনে কিছু সমস্যা হতে পারে:

বমি ভাব বা ক্ষুধামন্দা: অতিরিক্ত তিক্ততার কারণে বমি হতে পারে।

গর্ভাবস্থা: এটি জরায়ু সংকোচন ঘটাতে পারে, তাই গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এটি নিষিদ্ধ।

রক্তচাপ: যাদের ইতিমধ্যে নিম্ন রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাদের এটি সাবধানে সেবন করা উচিত।

অ্যালার্জি: কারো কারো ক্ষেত্রে ত্বকে ফুসকুড়ি বা চুলকানি দেখা দিতে পারে।

উপসংহার: কালোমেঘ কেবল একটি তিতা উদ্ভিদ নয়, এটি প্রকৃতির এক বিস্ময়কর রসায়নাগার। আমাদের চারপাশেই জন্মানো এই ভেষজটি সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে অনেক কঠিন অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তবে যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার জন্য ইউনানী বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।



পেটের যত সমস্যা



ডা. ফারজানা তাসনীম
এম.বি.বি.এস, পি.জি.টি (অবসটেট্রিক্স ও গাইনী)
মেডিক্যাল অফিসার
ল্যাব এইড হাসপাতাল, ধানমন্ডি

পেট ব্যথা বা Abdominal Pain: পেটের অসুখের একট প্রধান উপসর্গ হচ্ছে পেট ব্যথা। পেট ব্যথার কারণ অনেক। বদহজম, পেপটিক আলসার, পিত্তথলির প্রদাহ, পিত্তপাথরী, অ্যাপেনডিসাইটিস ইত্যাদি রোগ ছাড়াও অন্ত্রের নানা রোগ যেমন- ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, কৃমি, কোষ্টকাঠিন্যের কারণেও পেট ব্যথা হতে পারে। আবার কিডনি, লিভার এর গোলামাল জনিত কারণে পেট ব্যথা হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময়, ওভারির বিভিন্ন সমস্যা এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবের যেমন (একটোপিক গর্ভ অথবা পি. আই.ডি) সমস্যা থেকে হতে পারে। কেউ যদি বলে তার পেটে ব্যথা হচ্ছে তাহলে ভালো ভাবে তার পেট পরীক্ষা করা উচিত। কারণ এটা কোন জরুরী অবস্থা (একিউট এবডোমিনাল পেইন) হতে পারে। তীব্র পেট ব্যথার সাথে জ্বর, বমি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট রোগীকে স্থানান্তর করতে হবে।

পেপটিক আলসারের রোগীকে হঠাৎ যদি অসহনীয় পেট ব্যথা শুরু হয় এবং ব্যথা যদি ক্রমাগত সারা পেটে ছড়িয়ে যায় এবং পেট আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায়, তবে তা বাইল ডাক্টেও প্রতিবন্ধকতা অথবা ইউরেটারিক ডাক্টেও প্রতিবন্ধকতা বা পেট ফুটো (পারফোরেশন) হতে পারে। এ রকম হলে রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে শৈল্য চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করুণ।

চিকিৎসা-

সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। তবে পেট ব্যথা যদি বদহজম, পরিবাকতন্তের দুর্বলতা বা কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে হয় এবং এতে যদি পেট ফাঁপে ও ঢেঁকুর উঠে তাহলে নিম্নের পরামর্শ গ্রহণ ও ওষুধ সেবন করুন।

পরামর্শ-

লঘুপাক, সহজপাচ্য পথ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রচুর পানি পান করতে হবে।

পেট ফাঁপা/Flatulence

সাধারণত: পেটের ভিতর গ্যাস জমে পেট ফাঁপে। পেট ফাঁপা একটি রোগের লক্ষণ মাত্র। পেট ফাঁপার মূল কারণ হচ্ছে অপুষ্টি, খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তন এবং অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ, দীর্ঘদিনের পেটের গোলযোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, কৃমি এবং হজমের গোলযোগ, অম্ল বা অ্যাসিডিটি। আবার কখনও ওষুধ জনিত কারণেও পেট ফাঁপা দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পেটে গ্যাস তৈরি হয় অন্ত্রে খাদ্য হজমের পর উচ্ছিষ্ট অংশ ব্যাকটেরিয়ার সাথে ক্রিয়া করে।

লক্ষণ-

১. খাবার বা খাদ্য গ্রহণের পর রোগী পেটে ভার বোধ করে এবং উপর পেট ফোলা থাকে।

২. গ্যাস বের না হলে রোগীর পেট ভরা মনে হয়। ক্ষুধা লাগে না এবং মাঝে মাঝে অম্ল ঢেঁকুর উঠে।

৩. রোগী অস্বস্তি বোধ করে এবং মল ত্যাগের ইচ্ছা হলেও পায়খানা পরিস্কার হয় না।

৪. পিত্তথলির পাথর পেট ফাঁপার একটি প্রধান লক্ষণ।

৫. অনেক সময় মাঝারী বয়সের রোগীদের বুক ধড়ফড় করে এবং পাকস্থলীর উপরের অংশ (ফান্ডাস) বায়ুর চাপে উর্ধ্বমুখী হয়ে হৃৎপিন্ডে চাপ সৃষ্টি করায় বুকের বাম পাশে ব্যথা অনুভূত হবে এ অবস্থায় অনেক হৃদরোগ হয়েছে বলে ভুল করে।

৬. বায়ু নির্গত না হলে রোগী অস্থির বোধ করে এবং অনিদ্রায় ভোগে।

৭. অনেক সময় পেট ফাঁপলে বায়ু ও মলে দূর্গন্ধ হয়।

বুক জ্বালা/Heart Burn

রোগী খাদ্যনালির শেষ প্রান্তে পাকস্থলীর মুখ অঞ্চলে তীব্র ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া অনুভব করে।

সাধারণত: হাইপার অ্যাসিডিটি ও পাকস্থলীতে ক্ষতের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। পাকস্থলী খাদ্যশূন্য থাকা অবস্থায় অথবা খাদ্য গ্রহণের পর এ ব্যথা অনুভূত হতে পারে। আবার অনেক সময় আহারের সাথে এ ব্যথার কোন সম্পর্কই থাকে না, বরং যখন তখন পেটব্যথা এবং জ্বালা দেখা দেয়। ব্যথাকালীন বমি বমি ভাবও হয়।

পরামর্শ: লঘুপাত, সহজ পাচ্য পথ্য গ্রহণ ও প্রচুর পানি পান করুন।

বদহজম-অজীর্ণ/Indigestion/ Dyspepsia

পরিপাকতন্ত্রের দুর্বলতা এবং নানাবিধ সুবিধার কারণেই সাধারণত: অজীর্ণ রোগ হয়ে থাকে। খাদ্য গ্রহণে অনিয়মের কারণে এবং পেটের বিভিন্ন পীড়ার জন্য অজীর্ণতা দেখা যায়। আমাদের দেশে হাট, বাজার, হোটেল এবং রেস্টুরেন্টের খোলা, বাসি বা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের ফলে এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। তাছাড়া অতিরিক্ত চা, কফি, সিগারেট, গুরুপাক, তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলেও এ রোগ দেখা যায়। আবার কখনও কখনও খাদ্যবস্তু ভালো ভাবে না চিবিয়ে খেলে এবং মানসিক ও স্নায়বিক অসুবিধা পরিপাকতন্ত্রেও সাধারণ কাজ কর্মের ত্রুটি থাকলে এ রোগ দেখা যায়। আহার গ্রহণের পর পেটে ভার ভার বোধ হয়, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। দুর্গন্ধযুক্ত ঢেঁকুর ওঠা, বমি ভাব, পেট

ফাঁপা, বমন প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয়। সাধারণত: আহার গ্রহণে অনিয়ম, মসলাযুক্ত দ্রব্যাদিও অধিক ব্যবহার এবং অন্যান্য অনিয়ম জনিত কারণে এ রোগ দেখা দেয়।

কারণ:

পাকতন্ত্রেও উপরিভাগের গোলযোগ (Upper Gastro Intestinal Disorder)

- পেপটিক আলসার (Peptic Ulcer)
- গলব্লাডারে পাথর হলে (Gall Bladder Stone/Cholelithiasis)
- পাকস্থলীর প্রদাহ (Acute gastritis)
- পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগ ও খিঁচুনী (Motility Disorder/Oesophageal Spasm)
- আই. বি. এস (IBS)
- সঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ না করলে

পাকতন্ত্রের অন্যান্য গোলযোগ (Other Gastro Intestinal Disorders)

- প্যনক্রিয়াসের রোগ (Pancreatic Diseases)
- লিভারের রোগ (Hepatic disease)
- পুরাতন ক্যান্সার (Chronic Carcinoma)

Systemic Disorder-

- রেনাল ফেইল্যুর (Renal failure)
- হাইপার ক্যালসেমিয়া (Hypercalcaemia)

Other-

- মদ্যপান (Alcohol)
- মানসিক দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা (Psychological anxiety or depression)

লক্ষণ–

১. ঢেঁকুর উঠে এবং বুক জ্বালা করে

২. হঠাৎ পেটে অস্বাভাবিক ব্যথা এবং পেট ফাঁপা থাকে ও ভার বোধ হয়।

৩. পরিপাকতন্ত্রেও জারক রসের কার্যক্ষমতা কমে যায়।

৪. পুষ্টির অভাব দেখা দেয়।

৫. কোন কোন খাদ্যের প্রতি দেহের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়।

পরামর্শ-

- চর্বি ও মসলাযুক্ত খাদ্য পরহিার করুন।
- সঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ করুন।

ওষুধ-

রোগের সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসাকের শরণাপন্ন হোন। যদি প্যানক্রিয়াস, লিভার, কিডনি, ইলেক্টোলাইট কিংবা ক্যান্সারজনিত কারণে অজীর্ণ দেখা দেয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করাই শ্রেয়।

ইহা ব্যবহারে চুল পড়া বন্ধ হয়
চুলের গোড়া শক্ত ও মজবুত করে
চুলকে ঘন ও কালো করে
চুলের অকালপক্কতা রোধ করে
এবং পুষ্টি যোগায়।





Genial
We Care for Cure

Genial Unani Laboratories
Head Office: Plot # 198, Road # 02, Block # B
Eastern Housing, Rupnagar,
Mirpur, Dhaka # 1216.

GASTORIP

(Sharbat Neelofar)



RIPON Unani Laboratories
Kushtia, Bangladesh.

Contanct :
+8801711-423882

ইউনানী বার্তা

MANSONS
LABORATORIES
Your trusted health partner









Mansons **MANSONS LABORATORIES**

147/E, Green Road, Dhaka, Mobile: 01711-846630
E-mail: mansonspharma@gmail.com

মাতৃ দুধের ভূমিকা



হাকীম মো. লিটন মিয়া
ডি ইউ এম এস, কিউ এইচ সি এ
এম.বি.এস (মার্কেটিং)
প্রোডাক্টশন অফিসার
ইবনে হায়সাম ল্যাবরেটরিজ লি:

১. প্রসঙ্গ-মাতৃদুগ্ধের গুণাবলী ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ :

মায়ের দুধ পানকারী শিশু মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী হয় । ইউনিসেফ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মৃত্যুহার কমানোর জন্য ১২টি দেশে "মাতৃদুগ্ধ উত্তম" আন্দোলন শুরু করেছে । প্রতি বছর দশ লক্ষ শিশু আল্লাহ প্রদত্ত মায়ের দুধ না পাওয়ায় মৃত্যুবরণ করে। অপর দিকে কয়েক মিলিয়ন শিশু মায়ের দুধ না পাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন, অঙ্গহানি ও নানা রকম রোগে দুর্বল হয়ে যায় । এ আন্দোলন যে ১২টি দেশের হাসপাতাল এবং অলি-গলির ক্লিনিকসমূহ হতে আরম্ভ হতে পারে, সে দেশগুলো হল-পাকিস্তান, বলিভিটিয়া, ব্রাজিল, মিসর, ঘানা, আইভরিকোস্ট, কেনিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং তুরস্ক। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল নবজাতককে দুধ সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতির রূপকে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত সহজ-সরল পদ্ধতিতে উন্নতিকরণ। জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সহায়তাকারী এই সংস্থার মন্তব্য হলো অনেক হাসপাতালে মায়ের দুধ শিশুর উপযোগি না হওয়ায়, প্রাথমিক পর্যায় শিশুকে খাদ্য দেওয়া মুশকিল হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান অনুযায়ি ইউনিসেফ বলেছে, মায়ের স্তন থেকে দুগ্ধপানকারী শিশুকে বোতল থেকে দুধপানকারী শিশুর তুলনায় ১০ শতাংশ কম হারে হাসপাতালে আনতে হয়। এ বিষয়টি এখন চরম সত্য যে, মাতুদুগ্ধ পানকারী শিশুরা মানসিক দিক থেকে খুবই শক্তিশালী হয়। কারণ স্বভাবজাত নিয়মে মাতৃদুগ্ধ পান করায় শিশু সবল ও সুস্থ থাকে। ইউনিসেফ 'দুগ্ধপোষ্য শিশু ও মাতৃমঙ্গল' সংস্থা সমূহের নিকট আবেদন জানিয়েছে যে, ঐ সংস্থা গুলো যেন ব্যাপক ভাবে 'মাতৃস্তন থেকে দুগ্ধ পান নবজাতকের পুষ্টি সংস্থানের প্রাকৃতিক পদ্ধতি' এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত এ সূক্ষ্ম তথ্যটিকে প্রচার করে। শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই এবং বিশেষত যে সকল মায়েরা নবজাত শিশুকে দুধ পান করাতে চান, তাদেরকে এ বিষয়ে সাহসী করে তোলে ।

২. মায়ের দুগ্ধ পানকারী শিশু মেধাবী হয়

সাধারণত শিশুদের মধ্যে মায়ের দুগ্ধ পানকারী শিশুরা অধিক মেধাবী হওয়ার সাথে সাথে রোগ-ব্যাধি থেকেও মুক্ত থাকে। বৃটেনে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ি যে সকল শিশুরা মায়ের দুধ পান করেনি বিদ্যালয়ে তাদের অধিকাংশই বাকবিমুখ এবং আতংকগ্রস্থ থাকে । তারা খুব কম সংখ্যক বালকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ি স্কিজোফ্রেনিয়্যা (Schizophrenia) নামক মনোরোগে আক্রান্তদের শতকরা ৭০ ভাগ এমন যারা মাতৃদুগ্ধ পান করেনি। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের ওছ (Intelligence Quotient) এর গড় সূচক ১১০। পক্ষান্তরে গোদুগ্ধ পানকারী শিশুর ওছ. এর গড় সূচক ১০০। বৃটেনের একজন মনোবিজ্ঞানীর রিপোর্ট অনুযায়ি মায়ের দুধে এমন কিছু উপাদান থাকে যা শিশুর মেধাশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । এটা গাভীর দুধে থাকে না ।

শিশু জন্মের পর থেকে দু'বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মায়ের দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম। বিশেষত প্রসবের ঠিক পরের দুধটা অত্যন্ত প্রয়োজনিয়, যেটা কলোস্ট্রাম নামে পরিচিত। এটা প্রসবের দু'তিন দিন পর্যন্ত নিঃসৃত হয়। যে সব মায়েরা তাদের শিশুকে বুকের দুধ দেয়, তাদের গর্ভধারণ দেরিতে হয়। যে সব মা তাদের সন্তানকে বুকের দুধ দেয় না স্তনের সুষমা নষ্ট হয়ে যাবে বলে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালিন শাস্তি। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের মতে, যে সব মা তাদের সন্তানকে বুকের দুধ দেয়, তাদের স্তন ক্যান্সার হয় না। দক্ষিণ চীনের মায়েরা তাদের সন্তানকে বামের স্তন দেয় না। তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাম স্তনে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি।

দুগ্ধদানকারী মহিলাদের স্তন ক্যান্সার কম হয়

যখনই কোন মহিলার স্তনে কোন গোটা অনুভব করে, তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। সে মনে করে যে, এ কারণে তার মৃত্যু অবধারিত, চিকিৎসা করিয়েও লাভ নেই । অনেক মহিলা এর ফলে পাথরের ন্যায় হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে দেরি করে ফেলে। ফলে তিন মাস বা তার চেয়েও দেরি হয়ে যায়। তারপর যদি গলগণ্ড হয়, তাহলে তো ব্যাপার আরও মারাত্মক। তবে স্তনে কোন ফোঁড়া দেখা দিলেই এ ভয়ে অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই, বরং সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিবে এবং রোগ যত তাড়াতাড়ি চিহ্নিত হবে তত তাড়াতাড়ি চিকিৎসায় ফলোদয় হবে। কিন্তু দেরি করে ফেললে এবং রোগের বয়স বেড়ে গেলে তা অন্য কোন দিকে মোড় নিতে পারে।

স্তন ক্যান্সার শুনতেই যতটা ভয় লাগে, আসলে রোগটা ততটা ভয়ানক নয়। বৃটেনে দ্রুত রোগ চিহ্নিত হওয়ার ফলে চিকিৎসা দ্রুত হয় এবং পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে । মনে রাখতে হবে যে, স্তনে যে ফোঁড়া হয় তাতে ১০ শতাংশ রোগী ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। সেগুলিতে কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা থাকে না। কিন্তু কিছু আছে, যেগুলি ক্যান্সার। ক্যান্সারের মধ্যে সবগুলোতে অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। মন শক্ত করে স্বাভাবিক নিয়মেই থাকতে হবে । বর্তমানে স্তন ক্যান্সারের আলাদা চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের কাছেও পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. স্থুলদেহী নারীদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এজন্য সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ চর্বি জাতীয় খাবার যথা-

তেল, ঘি ইত্যাদি কম খাওয়া উচিত। নিজের ভার বা ওজন কমান। খাদ্য তালিকায় আঁশযুক্ত খাদ্য, শাক-সবজি, তরকারি ও ডালের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন।

২. যে সমস্ত নারীর প্রথম সন্তান ত্রিশ বছরের পুর্বে জন্মে তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়, এ কারণেই ইচ্ছাপূর্বক সন্তান নিতে বিলম্ব না করে; বরং ত্রিশ বছর বয়স পূর্তির পূর্বেই সন্তান নেয়া উচিত।

৩. নবজাতক স্তন্যপান করাতে হবে। এতে স্তন্যদায়ী মাতার স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

উলেখ্য যে, স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে পাকস্থলী, ফুসফুস অথবা ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের তুলনায় আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা বেশি।

ক্যান্সার প্রতিরোধে দুধের ভূমিকা

দুধে ক্যালশিয়াম থাকে, আর এই ক্যালশিয়ামই অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে, এমনকি ক্যান্সার প্রতিরোধেও এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দুধে যে ক্যালশিয়াম রয়েছে তা পিত্তরসের নিঃসরণকে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে খাদ্যের অপ্রয়োজনিয় ক্ষতিকর অংশ মলের সাথে সহজেই বেড়িয়ে যায়। এগুলো যদি না বেড়িয়ে যেতো তাহলে সেগুলো অন্ত্রের কোষে জমা হয়ে কোষকে দূষিত করে তুলতো। ফলে ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যেত। প্রতি সপ্তাহে যারা কমপক্ষে এক গ্রাম প্রাকৃতিক ক্যালশিয়াম গ্রহণ করেন, তাদের অন্ত্রে ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকে না। আর দুধ হলো ক্যালশিয়ামের একটি উৎকৃষ্ট উৎস।

মায়ের দুধেই শিশুর প্রকৃত বুদ্ধি বাড়ে

মগজের মূল উপাদান হলো চর্বি। মায়ের বুকের দুধ থেকে শিশুরা যে সকল পুষ্টির সাথে যে শক্তি পেয়ে থাকে, তার প্রধান উৎস হলো মায়ের বুকের দুধের চর্বি । Docosa Hexaenoic Acid বা D.H.A যা এক ধরনের চর্বি (Long chain fatty acid) আছে যা মস্তিষ্কের কোষ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মজার ব্যাপার হলো, গরু, ছাগল, ভেড়া, কিংবা গুড়া দুধে এই Docosa Hexaenoic Acid বা D.H.A থাকে না । আর এই কারণেই চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী প্রাণী বিবেক-বুদ্ধিহীন। আর মায়ের দুধে উ.ঐ.অ থাকে বলেই মানুষ বুদ্ধিসম্পন।

সাধারণত নিম্নোক্ত খাদ্য উপাদানগুলো নিম্নোক্ত ভাবে শরীরের উপকারে পৌছায়। যথা-

১. শক্তি প্রদানকারী-চাল, আটা, আলু, তৈল/চর্বি।

২. শরীর গঠনকারী বা ক্ষয় পুরণকারী- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল।

৩. রোগ প্রতিরোধকারি-ভিটামিন ও খনিজ লবণ, তৈল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য একটি অন্যতম শক্তি প্রদানকারি খাদ্য উপাদান। এছাড়াও অত্যাবশ্যকীয় বা Essential fatty Acid (E.F.A) নামে আরো এক প্রকার তৈল আছে। যা কোন কোন ক্ষেত্রে উ.ঋ.অ এর অভাব পুরণ করতে সহায়তা করে

কোন পুষ্টি উপাদান কখন, কতটুকু জরুরি তা নির্ভর করবে বয়সের উপরে। যেমন প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য আলফা ষরহড়ষবরপ ধপরফ বা লিনোলিক এসিড বা L.N.A Ges Linoleic acid (L.A) বা লিনোলিক এসিড হলো Essential fatty acid. পূর্ণাঙ্গ বয়স্কপ্রাপ্ত হওয়ার পরে আলফা Linoleic acid প্রয়োজনে DHA-এ রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু নবজাতক শিশু জীবনের প্রথম বছরে খঘঅ থেকে DHA তৈরি করতে পারে না। কারণ শিশুদের শরীরে খঘঅ থেকে DHA তৈরির এনজাইম থাকে না। তাদের খাদ্যের মাধ্যমে তৈরিকৃত DHA সরবরাহ করতে হয়। আর এ কারণে মহান হিকমতওয়ালা আল্লাহ পাক মানব-শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধেই DHA মওজুদ করে রেখেছেন। সাধারণত মগজের বৃদ্ধি সবচেয়ে দ্রুততম হয় মাতৃগর্ভে শেষ তিন মাসে এবং জন্মের পরবর্তী প্রথম ছয় মাসের মধ্যে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিশুর শরীরে এমন কোন এনজাইম নেই যা Fatty acid থেকে DHA তৈরি করতে পারে। ফলে উঐঅ এর জন্য কেবলমাত্র মায়ের দুধের উপরই নির্ভর করতে হয়। এ কথাও নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে, যে শিশুটি মায়ের দুধ পান করেছে, মায়ের আদর-যত্ন বেশি পেয়েছে, সে তত বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হয়। মানুষের মগজ বা Brain-এ দুটি অংশ আছে । একটি White matter এবং অন্যটি Grey matter, সুক্ষ্ম মানবিক গুণাবলির উৎস হলো Grey matter. আর Grey matter এর অর্ধেকটাই হলো DHA অর্থাৎ Docosa Hexaenoic Acid. জীবনচক্রের তিনটি সময় মানুষের শরীরে DHA এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

১. গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশুর জন্য।

২. দুগ্ধদানকালে দুগ্ধপানকারী শিশুর জন্য।

৩. শিশুর শৈশবে (প্রথম বছরে)। উপরোক্ত তিন সময়ই মস্তিস্কে বা Brain- এ, এর বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ঘটে।









HAPPY LABORATORIES

37-1/D, Azimpur Road, Bot Tala Lalbag, Dhaka, 1205

Phone: +88 02 44617988, Mob: 0171 1186614, 01751 805070, Email: happylaboratories@gmail.com

ইউনানী বার্তা

ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতা



সেই ২০১২ সাল থেকে আধুনিক ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড!!
প্রকৃতি থেকে বাছাইকৃত উদ্ভিদজ, প্রাণিজ ও খনিজ
উপাদানের সমন্বয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত
আধুনিক ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড এর গুণগত মানসম্পন্ন
ঔষধ এর উপর আস্থা রাখুন।
মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুস্থ্য রাখুন।



আধুনিক ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড

ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতা

কর্পোরেট অফিস: বাড়ী-৫৫, সড়ক-১৩, সেক্টর-১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
মোবাইল: ০১৭৪৬-৭০১১৬৩, ০১৫১১-৮২৯২৫২, ০১৭৪৩-৭৪৮৫৫৭
e-mail : adhuniklab1212@gmail.com

সায়লানুর রেহেম/শ্বেতপ্রদর/লিউকোরিয়া



হাকীম মাসকুরা সুলতানা
প্রভাষক,
বরিশাল ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল,
বরিশাল।
মোবাঃ ০১৯১১৫৯৭৮০১

সায়লান শব্দের অর্থ ভেসে যাওয়া, সায়লানুর রেহেম শব্দের অর্থ হচ্ছে রেহেম থেকে ভেসে যাওয়া। রেহেম থেকে অস্বাভাবিক তরল পদার্থ ভেসে যোনি পথে বের হয়ে আসাকে সায়লানুর রেহেম বা শ্বেতপ্রদর লিউকোরিয়া বলে।

বৈশিষ্ট্য (সায়লানুর রেহেম রতুবাত কি রকম হয়?):-

সায়লানুর রেহেমের রতুবাত বা রস সাদা ধরনের হয় এবং পানির চেয়ে ভারী হয়।

এ জন্য বাংলায় ইহাকে শ্বেতপ্রদর বলা হয়।

তবে এর সাথে যদি Infection বা পচন জাতীয় কোন রোগ থাকে তাহলে রসের বর্ণ ও ঘনত্ব বিভিন্ন রুপ হতে পারে। যেমন:- হলুদ, সবুজাভ হলুদ জেলির ন্যায় ইত্যাদি।

আকসাম/প্রকার (Types):-

সায়লানুর রেহেম ৪ প্রকার যথা :

১. সায়লানে ফুরজী:-ইহাতে ফুরজ (Valva) থেকে অতিরিক্ত রস নির্গত হয়।

২. সায়লানে মাহফিল (ঠধমরহধ) থেকে তরল পদার্থ নির্গত হয়।

৩. সায়লানে উনুক রেহেমী:-ইহাতে উনুকে রেহেম (Cervix) থেকে তরল রস নির্গত হয়।

৪. সায়লানে রেহেমী:-ইহাতে (Uterus) থেকে অতিরিক্ত তরল নির্গত হয় ।

বয়সভেদে সায়লানুর রেহেম পাঁচ প্রকার। যথা:-

১. নবজাতক শিশুর সায়লান:-নবজাতক শিশুর জন্মের পর ১-১০ দিন যোনী পথে এক ধরনের নির্গত হয়ে থাকে।

ইহা সাধারণত মায়ের গর্ভফুল (Placenta) থেকে নি:সৃত Estrogen Hormone এর প্রভাবে শিশুর Uterus এবং Vagina এর অতিরিক্ত উদ্দীপনা (Stimulation) কারণে হয়ে থাকে।

২. বয়:সন্ধিকাল এর সায়লান:- বয়:সন্ধি কালে মহিলাদের দেহের Estrogen ও progesterone Hormone মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে Endo-corvical epithelium এর ক্ষরণ (Secretion) বেড়ে যায়, ফলে সায়লান দেখা দেয় । হায়েজ/ঋতুস্রাবের পূর্বে ইহা বেশী হতে দেখা যায়।

৩. নববিবাহিত নারীদের সায়লান:-ইহা দেহের হরমোন জনিত পরিবর্তন এবং প্রজনন তন্ত্র (Genital tract) এর প্রদাহের দরুন সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৪. প্রসুতির(জন্মদাত্রীর)সায়লান:-ইহা সাধারণত জরায়ুর চুলকানি,প্রদর , ক্ষত, পুরাতন গনোরিয়া,জীবাণু দৃষ্ট গর্ভপাত (Septic Abortion) প্রসব কালীন জীবাণু সংক্রমক প্রভৃতির কারণে হয়ে থাকে।

৫. বৃদ্ধদের সায়লান:-ইহা সাধারণত জরায়ুর ক্যান্সার, টিউমার,প্রদাহ, Post menopausal syndrome প্রভৃতির কারণে হতে পারে ।

আসবাব/কারণ (Cause):-

আ'যায়ে যানানা তাওলীদ বা মহিলাদের প্রজনন তন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত রোগের কারণে। যেমন:-

১. এলতেহাবে গেশায়ে রেহেম বা জরায়ুর ফুলা বা প্রদাহ (metritis), এলতেহাবে উনুকে রেহেম বা জরায়ুর গ্রীবার প্রদাহ (Cervicitis), সারতানে রেহেম বা জরায়ুর ক্যান্সার (Carcinoma of uterus),

২. এলতেহাবে মাহবেল বা যোনীর প্রদাহ (Vaginitis), এখতেনাকুর রেহেম বা হিস্টেরিয়া (Hysteria),

৩. এস্তেস্কাযয়ে মবিয়জ বা ডিম্বাশয়ের শোধ, ওয়ারমে মবিয়জ বা ডিম্বাশয়ের প্রদাহ (Oophoritis),

৪. সুজাক,আতেশক, ট্রাইকমোনাস ও মনিলিযয়াল সংক্রমণ ইত্যাদি।

(খ) আ'যায়ে মানানা তাওলীদ বা মহিলাদের প্রজননতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন রোগের কারণে ।

যেমন:-

১. ওয়াজ উল মাফাসেল (Rheumatoid Arthritis).

২. নুরাজ (Gout)

৩. বাওয়াসির (Piles)

৪. মুজমেন পেচীশ (Chronic Dissenters)

৫. মুজমেন কবজ (Chronic Constipation)

৬. কিল্লাতুদ্দাম (Anaemia)

৭. অপুষ্টি (Mal-nutrition)

৮. শারীরিক দুর্বলতা (General Weakness)

৯. অন্তক্ষরা গ্রন্থির কার্যহীনতা ইত্যাদি।

(গ) বিবিধ কারণ:-

১. দাম্পত্য জীবনে নিরান্দতা ও মানসিক অশান্তি।

২. বাল্যবিবাহ।

৩. অধিক সন্তান প্রসব।

৪. এসকাত অথবা জন্ম বিরোধের জন্য জরায়ুর অভ্যন্তরে কোন ওষুধ ব্যবহার করা।

৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব।

৬. স্বামী দীর্ঘদিন দূরে থাকা।

৭. ক্রোধ, ভয়-ভীতি ইত্যাদি।

আলামত/লক্ষণ (Symptom):-

১. যোনিপথে সাদা বা ক্রিম বর্ণের গারো বা পাতলা তরল পদার্থ নির্গত হয়।

২. কোমরে ও তলপেটে ব্যথা হয়।

৩. যোনি পথে চুলকানি থাকে।

৪. অস্বস্তিবোধ বদহজম ক্ষুধা মন্দা ইত্যাদি থাকতে পারে।

৫. কখন ও কোষ্টকাঠিন্য , কখন ও ঘন ঘন প্রস্রাব হতে পারে।

৬. মাসিকের অনিয়ম।

৭. মাসিক চলাকালীন সময়ে তলপেটে ও

কোমরে ব্যথা হতে পারে।

৮. সহবাসের সময় ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হতে পারে।

৯. রোগীনি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে যায়, মিযাজ খিটখিটে হয় ও কাজ -কর্মে অনীহা প্রকাশ পায় ইত্যাদি ।

পরীক্ষা (Investigation):-

১. High Vaginal Swab for R/E ,C/S & Gram Staining .

২. Pap Smear test .

৩. VDRL and TPHA test .

৪. HIV test .

উসুলে এলাজ / চিকিৎসা (Treatment):-

১. রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় করে তদনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে ।

২. কারণ দূরীকরণের পর হাবেজ (রোধক), কাবেজ (সংকোচক), মুজাফ্ফেফফ (শুষ্ক কারক)ও মুকাভ্ভীয়ে রেহেম (জরায়ুর শক্তি বর্ধক) জাতীয় ঔষুধ দিতে হবে ।

নুসখা-১

তেঁতুল বীজ ভাজা শাঁস মিহি পাউডার করে ৩০ গ্রাম। চিনি পাউডার ৩০ গ্রাম । একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ২ গ্রাম করে দিনে তিনবার পানি সহযোগে সেবন করুন ।

নুসখা-২

শুকনো পানি ফল	২০ গ্রাম
শিমুল মূল	২০ গ্রাম
চিনি	২০ গ্রাম

প্রথম দুটি উপাদান একসাথে পাউডার করে নিতে হবে। চিনি আলাদা পাউডার করে একসাথে মিশাতে হবে । ৬ গ্রাম করে দিনে দুইবার সেবন করতে হবে ।

নুসখা-৩

ছদফ সোখতা (পোড়ানো ঝিনুক) ৩০ গ্রাম পাউডার করে নিতে হবে। সেখান থেকে ১ গ্রাম করে দিনে ২ বার সেবন করুন।

এলাজ বা চিকিৎসা:-

জীবাণু সংক্রমনের কারণে হলে।

১. মাজুন চোপচিনি ৭ গ্রাম।

২. আরক ওশবা ২০ এমন এর। একত্রে দিনে দুইবার সেবন করুন ।

সুজাকের কারণ হলে:-

১. হাব্বে সূযাক ২টি করে দিনে তিনবার সেব্য।

২. আরক সূজাক ২০ এম এল করে দিনে ২ বার সেব্য।

৩. কর্পূর+ খয়ের প্রতিটি এক গ্রাম করে নিয়ে পানিতে সিদ্ধ করে কুসুম গরম অবস্থায় যোনিতে পিচকারী দিতে হবে।

৩. কিল্লাতুদ্দাম/ রক্তস্বল্পতার কারণে হলে।

১. কুস্তা ফাওলাদ ৬০ গ্রাম।

২. রওগন বেদ আনজির ৫ এম এল। একত্রে দিনে দুইবার।

এর কারণ হলে:-

১. হারবে মুলায়েন ২ টি রাতে শোয়ার সময় সেব্য।

২. রওগন বেদআনিজর ৫ এম এল রাতে শোয়ার সময় সেব্য।

শারীরিক দুর্বলতার কারণে হলে:-

১. খামিরা মারওয়ারীদ ৬ গ্রাম।

২. শরবত সেবন ৩০ এম এল একত্রে দিনে দুইবার সেব্য।

কারণ দূরীকরণের পর:-

১. মাজুন সুপারীপাক/মাজুন মুচরস ৭ গ্রাম দিনে দুইবার সেব্য।

২. কুস্তা বয়জাযায়ে মুরগ/ কুশতা কলয়ী ১২০ এম জি করে দিনে দুইবার সেব্য।

নুসখা:- ফিটকারী বিরিয়ান ১২ গ্রাম পানি ২ লিটার। একত্রে সেদ্ধ করে কুসুম গরম অবস্থায় যোনিপথে দিনে তিনবার পিচকারি করতে হবে ।

যোনিতে ক্ষত বা চুলকানি থাকলে।

১. মরহুম কাফুরী পরিমাণ মতো দিনে দুইবার আক্রান্ত স্থানে লাগাতে হবে

পরামর্শ:-

১. প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

২. তৈলাক্ত খাবার ভাজাপোড়া বর্জন করতে হবে।

৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হবে।

৪. নিয়মিত পেট পরিষ্কার রাখতে হবে।

৫. স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হবে।

লেখা আহ্বান

ত্রৈমাসিক ইউনানী বার্তা

জানতে চাইলে পড়ুন, জানাতে চাইলে লিখুনা

বাংলাদেশ ইউনানী ঔষধ শিল্প সমিতির একমাত্র মুখপাত্র "ইউনানী বার্তা" পত্রিকা জন্য ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লেষণমূলক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।



বিষয় সমূহ

- ইউনানী চিকিৎসা
- ইউনানী ঔষধ
- ভেষজ তথ্য
- ইউনানী গবেষণা

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

unanibarta@gmail.com

01711-818098 (Editor)

01913-511716 (Riazul Islam)

রিক্যাল-ডি (কুশ্‌তা খরে মোহরা)

প্রাকৃতিক ক্যালসিয়াম



ন্যাচার ডায়া (কুরছ জিয়াবিত)



Nature

ন্যাচার ফার্মাসিউটিক্যালস্ (ইউ) লিঃ

ঢাকা-বাংলাদেশ।

www.naturepharmaceuticals.com

আকন্দের ঔষধি গুণাগুণ



হাকীম মোঃ বেলায়েত হোসেন

প্রভাষক, বরিশাল ইউনানী

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

প্রচলিত নাম : আকন্দ

তিব্বী নাম : মাদার

ইংরেজী নাম : ঝধিষষড়ি ডড়ৎঃ

বৈজ্ঞানিক নাম : Calotropis Gigantea R.Br

পরিবার : Asclepiadaceae

পরিচিতি

আকন্দ একটি মাঝারি আকৃতির গুলমজাতীয় গাছ। গাছটি ঝোঁপ জাতীয় ২-৩ মিটার উঁচু হয়। গাছের ছাল ধূসর বর্ণের এবং কান্ড কিছুটা শক্ত, কচি ডাল পশমময়। পাতা লম্বাকৃতি, অনেকটা কাঁঠাল পাতার মতো দেখায়। পাতার আকারের চেয়ে বোঁটা খুবই ছোট হয়। পাতা ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বা উপরিভাগ মসৃন ও নিচের দিক তুলার ন্যায় লোমাচ্ছাদিত সাদা সবুজাত। ক্ষুদ্র বৃন্ত এবং বৃন্তদেশ হৃৎপিন্ডাকৃতি। গাছের পাতা ও শাখা ভাঙ্গলে দুধ বা আঠা বের হয়। পুস্পদন্ড বহু শাখাবিশিষ্ট এবং থোকার আকারে বহু ফুল ফোটে। ফুলের রং সাদা বা বেগুনী। ফল শিমুল ফলের মত এবং টিয়া পাখির ঠোঁটের মত বাকা, ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। বীজ ছোট ডিম্বাকৃতি ও পশমময়। ফল পাকলে ফেটে যায় এবং তুলা ও বীজ বাতাসে উড়ে স্থানান্তর হয়। বছরে সকল সময় ফুল ফুটলেও প্রকৃত সময় এপ্রিল ও মে মাস এবং ফল সংগ্রহ করতে হয় জুলাই থেকে আগস্ট মাসে।

উপকারিতা

ছুলি ও মেছতায়ঃ- বর্ষায় অনেকের সারা গা ছুলিতে ভরে যায়। গালে ব্রণ হলে তা থেকে প্রথমে কালো দাগ পড়ে, পরবর্তীতে বিরাট অংশ জুড়ে কালো ছাপ পড়ে যায়। এ দাগকে 'মেছতা' বলে। আকন্দের ৫-৬ ফোঁটা আঠা এবং ৩ গ্রাম হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে গোসলের এক ঘন্টা আগে লাগালে ছুলি ও মেছতায় রোগেই উপকার হবে।

হাঁপানি

১৪টি আকন্দ ফুলের মাঝখানের চারকোণা অংশের সাথে ২১টি গোল মরিচ দিয়ে একসাথে বেটে ২১টি বড়ি করে শুকিয়ে নিয়ে প্রতিদিন সকালে একটি করে খেলে ২১ দিনে অনেকের হাঁপানি রোগের উপশম হয় । তবে কার্ডিয়াক এজমায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

অথবা, আকন্দের মূলের ছাল শুকিয়ে চূর্ণ করে আকন্দের আঠা দিয়ে মুড়িয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। পরে এটিকে বিড়ির পাতায় ঢেকে বিড়ি তৈরী করে বিড়ির মত টানলে হাঁপানি টান লাঘব হয়।

একজিমা ও চর্মরোগ

১৬ ফোঁটা আকন্দের আঠা, সমপরিমাণ তিল-তেল এবং এক গ্রাম হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে মলম তৈরি করে রাতে ঘুমানোর আগে মাত্র একবার এভাবে কয়েক দিন লাগালে নিশ্চিত সেরে যাবে।

ফোলা

যে-কোন কারণে দেহের কোন অংগ ফুলে গেলে সে স্থানে প্রথমে আকন্দ পাতা দিয়ে ঢেকে তারপর কাপড়ে জড়িয়ে বেঁধে রাখলে ফোলা কমে যায়।

বিছের কামড়ে

প্রথমে ধারালো ব্লেড বা ছুরি দ্বারা বিছের হুল বের করে নিতে হবে। এরপর সে জায়গায় আকন্দের আঠার প্রলেপ দিলে নিশ্চিত উপশম হবে।

কানের যন্ত্রণা

আকন্দ পাতায় পুরনো গাওয়া ঘি মাখিয়ে সে পাতাকে আগুনে ভালো ভাবে সেঁকে নিতে হয়। এরপর পাতাকে নিংড়ে কানে দিয়ে তুলো দ্বারা কান বন্ধ করা দরকার। মাত্র দু দিন প্রয়োগ করলেই যন্ত্রণার উপশম হবে।

রক্ত আমাশায়

৫ গ্রাম আকন্দ গাছের শেকড়ের ছাল, পরিস্কার পানি দিয়ে বেটে, তার পুরো রসটা একটা কাঁচের গ্লাসে রাখতে হবে। এরপর ঐ রসে সরষে দানার পরিমাণে আফিম মিশিয়ে সকালে একবার এবং সন্ধ্যায় আরেকবার খেলে রক্ত আমাশায় অবশ্যই ভাল হবে। তবে রোগীর সামান্য তন্দ্রাভাব দেখা দিতে পারে। এতে দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই।

গেঁটে বাত

আকন্দ গাছের আঠায় সামান্য সরষে তেল মিশিয়ে মালিশ করলে বা রাতে ঘুমানোর সময় আক্রান্ত অঙ্গের অংশটি আকন্দ পাতা দিয়ে ঢেকে তারপর কাপড়ের ফালি দিয়ে বেঁধে রাখলে বাতের ফুলো এবং যন্ত্রণা দু'টোই কমে যাবে।

ঠান্ডা, কাশি ও অজীর্ণ

আকন্দের ফুলকে রোদে ভালো ভাবে শুকিয়ে তারপর গুঁড়ো করে অজীর্ণে প্রত্যহ দুপুরে ভাত খাওয়ার পর এক চামচ পরিমাণ খেতে হবে। ঠাণ্ডা কাশিতে ১ চামচ করে সকাল-সন্ধ্যায় মোট দু'বার খেতে হবে।

গোদ রোগ

আকন্দ গাছের মূলের ছালকে ভালো ভাবে বেটে প্রলেপ দিলে গোদ রোগী আরাম বোধ করে।

মশা ও ইঁদুরের উৎপাতে

মশা তাড়াতে ও ইঁদুরের উৎপাত কমাতে শুকনো আকন্দ পাতা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া দিলে মশা ও ইঁদুরের উপদ্রব দূর হয়।



শরীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ



ডা. এম. সাইফুদ্দিন
কনসাল্টেন্ট
হার্বস এন্ড হেল্‌থ ল্যাবরেটরীজ

এক অপরিমেয় দুর্ভেদ্য রহস্যপুরীর আঁধার হল মগজ, প্রতি সেকেন্ডে এক লাখের বেশি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। নিঃসন্দেহে এতে প্রচুর পরিমাণে শক্তি ক্ষয় হয়। ব্যায়ামের সময় যেমন পেশীর ক্যালরি ক্ষয় হয়, তদ্রুপ মগজেও শক্তি ক্ষয় হয়। শারীরিক পরিশ্রম যেমন ক্লান্তি আনয়ন করে, তেমনি মানসিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি আনে। মাথাব্যথার কারণ শুধু মগজই নয় বরং মগজের বাইরে থেকেই এর উৎপত্তি সর্বাধিক। বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে টেম্পোরাল লোবকে উদ্দীপ্ত করেই শল্যবিদরা স্মৃতিভ্রষ্ট রোগীর স্মৃতিশক্তি জাগিয়ে তোলে। এভাবেই রোগীরা স্মৃতিশক্তি ফিরে পায়। মগজের নির্দিষ্ট অংশ স্পর্শ করলে দেহের কিছু অংশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয় অর্থাৎ সাড়া দেয়।

নাক

খালি চোখে দেখা যায় না এমন শত্রুর বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। সর্বদা বাতাসে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি ভেসে বেড়ায়। সহজেই নাকের মাধ্যমে মানবদেহে ঢুকে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। এমন শত্রুর বিরুদ্ধে সহজেই সর্বপ্রথমে প্রতিরোধ গড়ে তোলে নাক থেকে নিঃসৃত এক ধরনের তরল মিউকাস জাতীয় পদার্থ। সর্বোপরি পাকস্থলীর এসিডে জ্বালিয়ে দিয়ে শত্রুকে মেরে ফেলে। পরাগরেণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে নাক থেকে নিঃসৃত হয় এক জাতীয় মিউকাস, যা পরাগরেণুর সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগের সৃষ্টি করে, যা নাকে সুড়সুড়ি দেয়, ফলে মানুষের হাঁচির উদ্রেক হয়। হাঁচির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় একশত মাইলের বেশি।

চোখ

যেখানে বীজও অংকুরিত হতে পারে। ১৯৭৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার আট বছরের একটি ছেলের বাঁ চোখে অংকুরিত হয় একটি ডেইজি ফুলের বীজ; যা সমগ্র বিশ্বে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। অস্ত্রোপাচারের সাহায্যে উক্ত অংকুরিত বীজটি অপসারণ করা হয়। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় এখানেই, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন চোখের পানিতে আর্দ্রতা, অক্সিজেন, রৌদ্র-তাপ সবই রয়েছে। চোখের পানিতে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া নাশক তরল পদার্থ যা ল্যাক্সিমাল গ্রন্থি হতে নিংসৃত হয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন- কান্নার প্রকৃতির সাথে অশ্রুর প্রকৃতিরও পরিবর্তনশীল। আঘাত পেয়ে কাঁদলে অশ্রুতে যে পরিমাণ প্রোটিন থাকে; দুঃখ পেয়ে কাঁদলে এর পরিমাণ ২৫% বৃদ্ধি পায়। কান্নার ক্ষেত্রে চৎড়ষধপঃরহ হরমোনের প্রভাব রয়েছে । মাতৃদেহে দুগ্ধ উৎপাদনের পাশাপাশি এ হরমোন কান্নার উদ্রেকও সৃষ্টি করে। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এ হরমোন বেশি থাকে। আর এ কারণে পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি কাঁদে।

কোটি কোটি জীবাণুর বাসস্থান হলো ত্বক

অবিশ্বাস হলেও সত্য, এক বর্গইঞ্চি মানব ত্বকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ কোষ কলা থাকে । এছাড়া থাকে ৬২৫টি ঘর্মগ্রন্থি; ৬৫ টি লোম, ১৯ ফুট রক্ত বাহিকা ১৯ হাজার সংবেদী কোষ ও দুইকোটি অণুবীক্ষণিক জীব । আবার এ কথাটিও সত্য যে প্রতিটি ঘরে যে পরিমাণ ধুলিকণা ভাসতে থাকে এর ৭৫% হলো পরিবারের সদস্যের ত্বকের মৃত্যু কোষ। ঘর্মের মাধ্যমেই শরীরের বর্জ্য তরল পদার্থের একটি বড় অংশ বাষ্প হয়ে দেহ থেকে বেড়িয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে গ্রীষ্মকালে প্রতিজনের দেহ থেকে গড়ে সোয়া দুই লিটার বেশি ঘর্ম ঝরে।

পাকস্থলী

পাকস্থলীতে বিভিন্ন ধরনের রিসেপটর থাকে, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত এসিড নিঃসৃত হয়। এর তীব্রতা এতই বেশি যে লোহাও অনায়াসে হজম করতে সক্ষম। পাকস্থলী নিজেই-এ এসিড এর হাত থেকে রক্ষার্থে প্রতি তিনদিন পর পর নতুন নতুন আস্তরণ তৈরি করে।

কান

মানুষ দশ হাজার হার্টস থেকে বিশ হাজার পর্যন্ত কম্পনাংক বিশিষ্ট শব্দ শুনতে পায় । মানব দেহের রক্ত প্রবাহের কম্পনাংক বিশ হাজারের উপরে। তবে কেন রক্ত প্রবাহের শব্দ শোনা যায় না। আবার মানুষ ডান কানের চেয়ে বাম কানের সাহায্যে সুরের মাধুর্যতা বেশি উপলব্ধি করে।

এনডোমেট্রিয়ম বা অভ্যন্তরীণ আবরণের বর্ণনা ভ্রুণের পর্দা

ভ্রূণে তিনটি অংশ থাকে-

১. অ্যামনিয়ন পর্দা : এটা ভিতর দিকের পর্দা। দেখতে মসৃন, স্বচ্ছ এবং যাকে সহজেই ছিন্ন করা যায় না। এর ভিতরে থাকে অ্যামনিয়ন নামক তরল যাতে ভ্রুণ ভাসমান অবস্থায় থাকে। বাইরের যে কোন আঘাত হতে রক্ষা করে। এই তরল ভ্রুণকে নড়াড়ায় সহায়তা করে। তাপ ও চাপের সমতা রক্ষা করে। প্রসবকালে এটা গর্ভাশয় গ্রীবাকে প্রসারণে সহায়তা করে। এই তরলই জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে।

২. কোরিয়ন : বাহিরের দিকের পর্দা, এর চারিদিক বদ্ধ থলির ন্যায়।

৩. কেরিয়ানিক ভিলাই : ইহা নোঙরের কাজ করে। অ্যামিনিয়নের তরল যা অ্যামনিয়নের থলির ভিতর অবস্থান করে।

পেটই সকল রোগের উৎস

“পাকস্থলী বা পেটই সর্বপ্রকার রোগের উৎস” উক্তিটি বিখ্যাত সাহাবী হারিস বিন কালদাহ রা. করেছেন। রাসূলে পাক (স:) উক্তিটিকে সমর্থন করেছেন।

ইদানীংকালের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জীবন হালাককারী বা নাশকারী রোগটি হলো করোনারি হার্ট ডিজিজ, দ্বিতীয় জীবন নাশকারী রোগের নাম ক্যান্সার । তৃতীয় এইডস্, চতুর্থ যকৃত প্রদাহ ইত্যাদি। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ আরো জানিয়েছেন উপরোক্ত মরণ ব্যাধিগুলোর মূল কারণ হলো ঋৎববজধফরপধষ বা মুক্তমূলক । পাকস্থলীতে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড সঠিকভাবে হজম না হওয়ার ফলেই উহা শরীরের অভ্যন্তরে জমে থাকা মুক্তমুলক বা Free Radical এর সঙ্গে মিলিত হয় । হজম ঠিক মতো হলে Free Radical বা মুক্ত মূলক এর সাথে মিলিত না হয়ে উহা শরীরের উপকারি রসে পরিণত হতো। পাকস্থলীতে উর্ধ্বমুখী গ্যাস সৃষ্টির ফলে, এটা মস্তিষ্কে আঘাত করতে পারে। কারণ গ্যাসের ধর্ম হলো উর্ধ্বমুখী হওয়া। এই উর্ধ্বমুখী গ্যাসের কারণেই হার্ট বার্নিং, বিভিন্ন প্রকার মাথাব্যাথা হয়। এছাড়া পাকস্থলীতে অতিরিক্ত ঐপষ (হাইড্রোক্লোরিক এসিড), পেপসিন ইত্যাদি তৈরি হওয়ার ফলেই গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডিওডেনাল আলসারের সৃষ্টি হয়। চর্বি জাতীয় খাবার ঠিক মতো হজম না হওয়ার ফলেই হার্টের ধমনীতে কোলেস্টরেল জাতীয় চর্বি জমে। ফলে এরিথ্রোক্লোরোসিসের মতো বিভিন্ন প্রকারের হৃদরোগ হতে পারে । এমনকি ব্রেইন হেমোরেজও হতে পারে। সর্বোপরি বলা যেতে পারে, পেট থেকেই সমস্ত রোগের সৃষ্টি হয়।









জীবনে প্রকৃতির ছোঁয়া....

Maisan

মাইসান ল্যাবরেটরীজ (ইউনানী)

সিলেট, বাংলাদেশ।

ইউনানী বার্তা



Best wishes for Successful Publication

Deeplaid, one of the best & fastest growing natural medicine manufacturer in Bangladesh, is engaged in the manufacturing & marketing of high quality medicines since 2000. It has three different Units ...

Homoeo **Unani** **Herbal**



Homoeo

- Potency Medicine/Dilution
- Mother Tincture
- Homoeo Combination
- Homoeo Mother Patent
- Biochemic
- Biolaid
- Trituration
- Globules
- Sac-Lac
- Blank Tab

Unani

- Tablet
- Capsule
- Syrup
- Ointment
- Oil

Herbal

- Tablet
- Capsule
- Ointment
- Powder

DEEPLAID

Deeplaid *Laboratories Ltd.*

Your Health, We Care

Al-Habib Complex, 53/1, Kaptan Bazar, Wari, Dhaka-1203

Phone : +8802 223380699, 47114480
Hotline: 01700712 888, 01700712 999
Web : www.deeplaid.com.bd
Facebook Page : https://www.facebook.com/deeplaidlab

GMP & ISO Certified Company

ইউনানী বার্তা

SPN

Spirulina 500mg



Pingoba

Ginkgo biloba 120



COMMITED BETTER HEALTH CARE NATURALLY

PARENT U. LABORATORIES
Committed better health care naturally

PARENT UNANI LABORATORIES

Head Office : House # 96, (1st Floor), Road # 06, Block # B, Section # 12, Mirpur, Dhaka-1216.
Factory : Bascic, Industrial Area, Kanchpur, Narayanganj. Web : www.parentunani.com



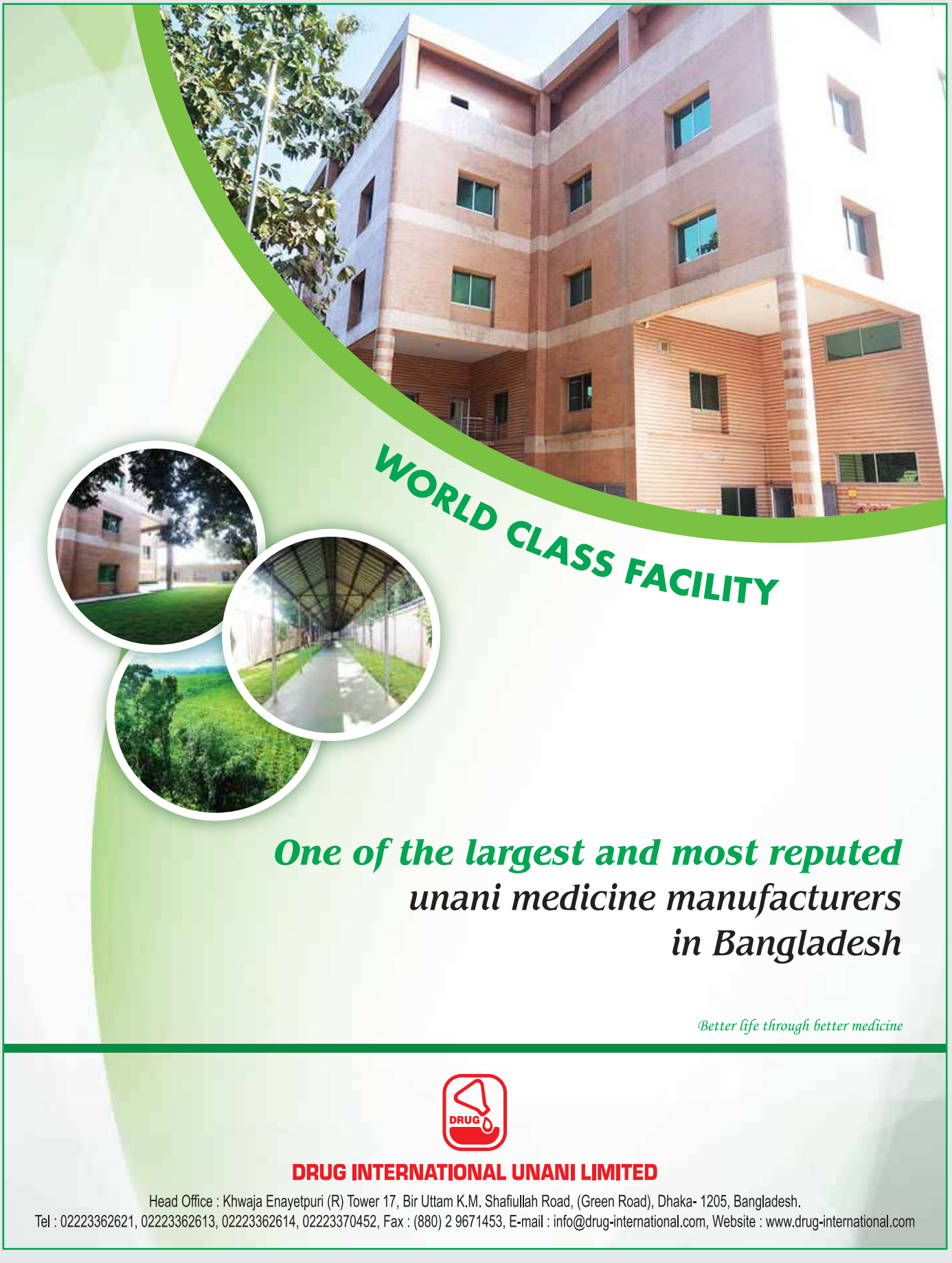
ORIENTAL LABORATORIES LTD.

(Manufacturer of Unani Medicine with modern Technology)

ANWAR MANSION
132, North Bashaboo, Sabjubagh, Dhaka-1214.
Tel: 8802-47218043, 01918-677718
Fax: 8808-47217752
Email: oriental.lab17@gmail.com
Web: www.orientallab.com.bd

Powder DANTO PYORIN® — Sanon Pyorin	Syrup SAJIN® — Sharbat Jinsin	Tablet ORMA-D® — Kusta Sadaf
Syrup ALSAN® — Sharbat Santara	Syrup SP-PILES® — Sharbat Badian	Capsule BILOBIN® — Ginkgo Biloba
Syrup APO-V® — Sharbat Seb	Syrup ZEERA® — Arq Zeera	Capsule EKGRIS® — Habb-E-Mumsik
Syrup DEKSA® — Sharbat Musaffi	Syrup FIMOSA® — Sharbat Niswan	Capsule OTIL-20® — Sufoof Mundamil
Syrup EJASIN® — Sharbat Ejaz	Tablet DYSTO® — Qurs Pechish	Capsule SADOMIN® — Qurs Rehmin
Syrup L-DEK® — Sharbat Deenar	Tablet LIZADEK® — Habbe-E-Nishat	Capsule ORMAZOL® — Sufoof Humuzine
Syrup ORCHIV® — Sharbat Gaozaban	Tablet RHEUMADEK® — Habb-E-Suranjan	Capsule DISA® — Qurs Ziabit

All of our products are approved by the Drug Administration



Published by Dr. Sayeed Ahmed Siddiqui on behalf of the Bangladesh Association of Unani Pharmaceutical Industries
from 168-Elephant Road, Atlantik Wazuddin Tower (3rd Floor), Hatirpool, Dhaka-1205.
Editor: Md. Moazzem Hossain Badal